NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এ ৈদিঁ মটাঁ ন্তুউ উল্ল.
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
ফ ঢক্র দ্রশদহ্ল সাদন্ত্রইদ হ্লদন্ট্র

৪ নজরুল ইসলাম আজও বিদ্রোহীর মূর্ত বিগ্রহ, বিপ্লবের হাতছানি!

পুজোর প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ ৩০ জন, খাদ্যে বিষক্রিয়ার অভিযোগ ৫

কলকাতা ৩ জুন ২০২৪ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 3.6.2024, Vol.17, Issue No. 351, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ভোটপর্ব মিটতেই নদিয়াতে খুন বিজেপি কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রাজ্যের শেষ দফার ভোট মিটতে না মিটতেই নদিয়ায় খুন হল বিজেপি কর্মী। মৃত বিজেপি কর্মীর নাম হাফিজুল শেখ। দুষ্কৃতীরা পরপর দুটি গুলি করে খুন করার পর হাফিজুলের মাথা কেটে নিয়ে নৃশংসভাবে চলে যায় বলে অভিযোগ। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কালিগঞ্জ থানার চাঁদ ঘর সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে।

সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে হাফিজুলের নেতৃত্বে এলাকায় সংখ্যালঘুরা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনেও ওই এলাকায় বিজেপি বেশ ভালোভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল আর তার পরিণাম হিসেবেই হাফিজুলকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি বিজেপির। ইতিমধ্যেই মৃত হাফিজুলের পরিবারের পক্ষ থেকে সিবিআই তদন্তর দাবি করা হয়েছে। একই সাথে ঘটনায় জড়িত প্রায় ১০ থেকে ১১ জনের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দাবি করা হয়েছে।

আর বিজেপি কর্মী হাফিজুলের খুনের ঘটনায় অভিযোগের তীর রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে বলেই জানিয়েছেন নদিয়া উত্তর বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস। অন্যদিকে, ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে তৃণমূল। নদিয়ার কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই ঘটনার সাথে কোনও রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। যে খুন হয়েছে সে একজন দুষ্কৃতী হিসেবে পরিচিত। আর যারা মেরেছে তারাও তাদেরই দলের লোকজন।

বাহিনীর মেয়াদ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী সময়ে বিক্ষিপ্ত অশান্তির জের কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সময়সীমা বাড়াল নির্বাচন কমিশন। রবিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত, ১৯ জুন পর্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। যেসব এলাকায় আক্রান্ত হচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা, সেখানে থাকবে বাহিনী। কীভাবে জওয়ানদের মোতায়েন করা হবে, সে বিষয়টিও স্থির করা হয়েছে এই বৈঠকে, বলে খবর।

‘একেবারে ফেক, এই এক্সিট পোল আমি বিশ্বাস করি না’

বুথফেরত সমীক্ষা ওড়ালেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘এই এক্সিট পোলে বিশ্বাস করি না।’ ভোটপর্ব মিটতেই এমনটাই প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একইসঙ্গে এও জানালেন, এক্সিট পোলগুলির তথ্য ভুল। পাশাপাশি এও জানান, ‘এই এক্সিট পোলগুলি দুই মাসে আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এগুলি সব বিজেপির তৈরি করা।’ এরই রেশ ধরে মুখ্যমন্ত্রী এও মনে করিয়ে দেন, ‘২০১৬, ২০১৯ ও ২০২১ সালের এক্সিট পোল দেখেছি। কোনোটাই মেলাতে পারিনি, কারণ এগুলো সব বিজেপির তৈরি। মিডিয়াকে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই মাস আগেই এই এক্সিট পোলগুলি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই কোম্পানিটাও বিজেপির কোম্পানি।’

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, ‘বিজেপি কিছু লোক পোষে। সবাই বলে মিডিয়া থেকে ‘ই’ টা উঠিয়ে দাও। ‘ও’ লিখে দাও তার বদলে। ‘মিডিয়া’ তখন ‘মোডিয়া’ হয়ে যাবে। আমি অন্য রাজ্যের বিষয়ে বলতে পারব না, কারণ আমার অন্য রাজ্য নিয়ে ধারণা নেই। তবে অখিলেশরা ভাল করবে, তেজস্বীরা ভাল করবে, স্ট্যালিনরা ভাল করবে। উদ্ধবরা ভাল করবে। যেখানে যেখানে আঞ্চলিক দল রয়েছে, তারা ভাল ফল করবে। যেই-ই আসুক না কেন, খুব বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসবে না।’

এরই পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নিয়ে মমতা বলেন, ‘যেহেতু অন্য রাজ্যের তথ্য আমার হাতে নেই সেইকারণে এরকম কোনও কথা বলতে পারি না। অন্য রাজ্যের তথ্য নেই আমার কাছে, কিন্তু নিজের রাজ্যের কথা বলতে পারি। যেভাবে আমরা গরমে কাজ করেছি। সিটগুলি নিয়ে পর্যন্ত বলছে যে এই সিটে হারছে, ওই সিটে হারছে। তার মানে কি বিজেপির কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। জানল কী করে কোন সিটে কে জিতছে, কে হারছে।’ আর এখানেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘ভোটটা যদি মেশিনেই হয়, ভোটটা যদি গোপনেই হয়, তবে জানল কী করে। আমরা জানবার আগে, কাউন্টিং হওয়ার আগে মিডিয়া কী করে বলছে কে কোন সিটে কে জিতবে, কে হারবে। আমি এই মিডিয়ার ক্যালকুলেশন মানি না। আমি আমাদের কর্মীদের বলব, শক্তিশালী থাকতে, ভাল করে কাউন্টিং করতে। যা সিট দেখিয়েছে মিডিয়া, তার ডবল সিট যদি জিততে না পারি, তখন দেখবেন। প্রত্যেকটা সিট আমরা জিতব।’ একইসঙ্গে প্রত্যয়ের সঙ্গে এও জানান, ‘আমি কোনও নম্বরে যাব না। আমরা যেভাবে মাঠে-ঘাটে কাজ করেছি, আমি মানুষের চোখ দেখেছি, তাতে আমার কখনও মনে হয়নি মানুষ আমাদের ভোট দেবে না।’

একইসঙ্গে বিজেপির ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, ‘বিজেপি অনেক শয়তানি করেছে। সিবিআই-ইনকাম ট্যাক্স রেইড, সিএএ, ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল, চাকরি খেয়ে নেওয়া, টাকা বন্টন করা। এমনকী, কংগ্রেসের এলাকাতে মুসলিম দেখে দেখে টাকা দিয়েছে। আমার মনে হয় না মুসলিমরা ওদের ভোট দেবে। তারপরও ওরা কংগ্রেসিদের টাকা দিয়েছে, যাতে কংগ্রেসকে ভোটটা দেয়, তৃণমূলের ভোটটা কাটা যায়। সিপিএমও করেছে। আমরা একসঙ্গে বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়েছি। এই জন্য বলছি, আমাদের রাজ্য নিয়ে যা দেখিয়েছে, তা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না। এটা পুরোটা ফেক। এরা বিজেপির দালাল।’

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, তাহলে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে ভোট পরবর্তী আলোচনায় কি এই ইস্যু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, এই প্রশ্নের উত্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সর্বভারতীয় স্তরে কোনও অন্তরায় তৈরি হবে না যদি না সিপিএম নাক গলায়। আমার একটাই খারাপ লাগে, ইন্ডিয়া জোটে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু সিপিআইএম এদের সম্পূর্ণ মনিটরিং করছে। সিপিএম কেন মুখপাত্র হবে, আমার এটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রত্যেকটা আঞ্চলিক দলের সম্মান রয়েছে। জোট মানে সবাইকে নিয়ে চলা। কাউকে বাদ দিয়ে নয়। কাউকে গায়ের জোরে বাদ দেওয়া সেটা হয় না।

যদি ইন্ডিয়া জোটের সরকার তৈরির মতো পরিস্থিতি হয়, তবে তৃণমূল সেই সরকারের অংশ হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে এও জানান, ‘আমরা যাব। আলোচনা করব আমরা। আমি অর্বাচীন উত্তর দিতে রাজি নই। আমি আগে রেজাল্ট দেখব, তারপর বিবেচনা করব। আমাদেরও একটা অঙ্ক রয়েছে। আরও আঞ্চলিক দলকে সঙ্গে আনার চেষ্টা করব।’ এরই পাশাপাশি হুঁশিয়ারির সুরে মমতা জানান, ‘যারা মোদিকে জিতিয়ে দিচ্ছেন হাই ভোল্টেজে, তাদের বলছি, এত সহজ অঙ্কে পার পাওয়া যাবে না। এই সরকার কত দিন চলবে, সন্দেহ আছে।’

ফের উত্তপ্ত সন্দেশখালি, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত জারি থাকবে ১৪৪ ধারা

বসিরহাট, ২ জুন: ফের নতুন করে উত্তপ্ত সন্দেশখালি। আগারহাটি মণ্ডলপাড়ায় ঝাঁটা, লাঠি, বাঁশ হাতে ফের রাস্তায় নামতে দেখা যায় স্থানীয় মহিলাদের। শুধু তাই নয়, র‍্যাফের সঙ্গে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় তাঁদের।

প্রসঙ্গত, শেষ দফার ভোটের আগের রাত থেকেই উত্তপ্ত হয় সন্দেশখালি। ভোটের পরেও সে অশান্তি মেটেনি। সন্দেশখালি ন্যাজাট থানার বয়ারমারী দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চুঁচুড়া-সহ একাধিক এলাকা থেকে গণ্ডগোলের খবর সামনে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলে পুলিশের এসআই সাগির জামান বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মাথাও ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। এরপরই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ন্যাজাট থানার অন্তর্গত ৪ গ্রাম পঞ্চায়েতের সড়বেড়িয়া, আগারহাটি, বয়রামারির মতো ১৭টি এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। রবিবার সকাল ৬টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এই নির্দেশিকা।

সূত্রে খবর, শুক্রবারের পরও ভোটের দিন দফায় দফায় গণ্ডগোল বাধে। ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালীনই দফায় দফায় উত্তপ্ত হয় সন্দেশখালির বাতাবরণ। এর পাশাপাশি ন্যাজাট, বেড়মজুর এলাকায় ব্যাপক ধড়পাকড় শুরু হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টির অভিযোগও সামনে আসে। যখন তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেখানে পৌঁছে যেতে দেখা যায় বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রকে। তিনি যে সন্দেশখালির পাশে রয়েছেন, সেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন রেখা। সন্দেশখালির পরিস্থিতি সামলাতে সরবেড়িয়া আগারহাটি, হাটগাছি, বয়েরমারি ১ ও বয়েরমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায়র ১৪৪ ধারা জারি করা হয়।

এরপর রবিবারও দিনভর পুলিশি সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন দুপুরে আগারহাটি-মণ্ডলপাড়ায় কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এরপর বেলার দিকে ফের গ্রামে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। একজনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপরই গ্রামের মহিলারা চড়াও হয়ে তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানান স্থানীয়রা। দাবিপূরণ না হওয়ায় লাঠি, ঝাঁটা, বাঁশ হাতে রাস্তায় বের হন তাঁরা। পুলিশের গাড়ি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় আটককে। পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় র‍্যাফ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। র‍্যাফের সঙ্গেও বচসায় জড়িয়ে পড়েন মহিলারা। হাতাহাতিও হয়। যদিও পরে পরিস্থিতি সামাল দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে সন্দেশখালিতে এখনও রয়েছে চাপা উত্তেজনা।

এরপরই সন্দেশখালির ঘটনায় তৃণমূলের কুণাল ঘোষ জানান, ‘১৪৪ ধারা জারি করতে হয়েছে। সেখানে এলাকা শান্ত রয়েছে। উন্নয়নের জন্য তৃণমূলের পক্ষে রয়েছে এলাকা। কিন্তু সেই এলাকাকে অশান্ত করার জন্য সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস বার বার প্ররোচনা দিচ্ছে। তারা ভোটের জন্য সন্দেশখালি ইস্যুকে জিইয়ে রাখতে চাইছে।’

এক্সিট পোলের ফল বেরোতেই লাগাতার সাতটি বৈঠক মোদির

নয়াদিল্লি, ২ জুন: লোকসভা নির্বাচনের ভোটপর্ব মিটেছে। গণনা মঙ্গলবার। তার আগে রবিবারই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সরকারি সূত্রে খবর, এদিন সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দেন তিনি। জানা যাচ্ছে, রেমাল পরিস্থিতি, বিশেষ করে উত্তরপূর্ব রাজ্যে সৃষ্টি হওয়া বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে প্রথম বৈঠক হয়। একই ভাবে দেশের একটা বড় অংশে চলতে থাকা তাপপ্রবাহ নিয়েও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়েও বৈঠক হয়। এরই সঙ্গে একশো দিনের কাজ নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন মোদি, এমনটাই জানা গিয়েছে। মোদি ৩.০ শুরু হলে কীভাবে ওই প্রকল্পে নতুন করে পদক্ষেপ করা যায় তা নিয়েই নাকি আলোচনা হয়েছে ওই বৈঠকে। এছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়ে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার সন্ধ্যায় ভোটপর্ব মিটতেই প্রকাশ্যে আসে এক্সিট পোলের হিসেব। সেখানে পরিষ্কার ইঙ্গিত, ব্যাপকভাবে জিতে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে এনডিএ। দেশের মসনদে মোদির বসা নিশ্চিত। এর পরই নিজেকে কার্যত জয়ী ঘোষণা করে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দাবি করেন, ‘সুবিধাবাদী, সাম্প্রদায়িক, দুর্নীতিবাজ’ ইন্ডিয়া জোট মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে পারেনি। ওরা শুধুই মোদিকে গালিগালাজ করতে জানে। সেই সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধন্যবাদও জানান প্রধানমন্ত্রী। এর পর রবিবারই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন বৈঠকে।

এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার পর্যন্ত কন্যাকুমারীর স্বামী বিবেকানন্দ রকে ৪৫ ঘণ্টা ধ্যান করেন মোদি। ধ্যানশেষে তিনি পুষ্পস্তবক প্রদান করেন তামিল সন্ত কবি থিরুভাল্লুভারের বিশাল মূর্তিতে। আর তারপর ভিজিটার্স বুকে তাঁকে লিখতে দেখা যায়, ‘মা ভারতীর পায়ের কাছে বসে আজ আমি আরও একবার আমার সংকল্পটি পুনর্ব্যক্ত করলাম যে আমার জীবন এবং আমার শরীরের প্রতিটি কণা দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকবে।’

আজ দুই কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই প্রথম রাজ্যে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। রবিবার কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, সোমবার ৩ জুন বারাসাত ও মথুরাপুর লোকসভার দুটি বুথে পুনরায় ভোট নেওয়া হবে। কাকদ্বীপের ২৬ নম্বর বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি করেছিল বিজেপি। বারাসাত লোকসভার অন্তর্গত দেগঙ্গার ৬১ নম্বর বুথেও পুনর্নির্বাচন হবে। সকাল ৭টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত হবে পুনর্নির্বাচন। শনিবার লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় শেষ ভোটগ্রহণ ছিল। রবিবার স্ক্রুটিনি চলছিল নির্বাচন কমিশনের তরফে। স্ক্রুটিনির সময়ই মথুরাপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত কাকদ্বীপের ২৬ নম্বর এবং বারাসাত লোকসভার অন্তর্গত দেগঙ্গার ৬১ নম্বর বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শেষ দফায় নির্বাচন চলাকালীন সেখানে ছাপ্পা এবং ক্রস ভোটিংয়ের অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি।

অরুণাচলের বিধানসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা বিজেপির

ইটানগর, ২ জুন: ভোটের আগেই মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু-সহ অরুণাচল প্রদেশ বিধানসভার ১০ জন বিজেপি প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রবিবার বাকি ৫০টি বিধানসভা ভোটের গণনাতেও বজায় রইল বিজেপির বিপুল জয়ের ধারা।

৬০ আসনের অরুণাচল বিধানসভায় বিজেপির ঝুলিতে এসেছে ৪৬টি (১০টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়-সহ) আসন। পাঁচটিতে জিতেছেন পড়শি রাজ্য মেঘালয়ের শাসকদল ‘ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি’ (এনপিপি) প্রার্থীরা। এনসিপি ৩, পিপলস্ পার্টি অফ অরুণাচল (পিপিএ) দু'টি এবং কংগ্রেস একটি আসনে জিতেছে। নির্দল প্রার্থীরা জিতেছেন তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে। বিজেপি সূত্রের খবর, পেমাই আবার মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন সে রাজ্যে। গত ১৯ এপ্রিল অরুণাচলের পাশাপাশি এবং ৩২ আসনবিশিষ্ট সিকিমে ভোট হয়েছিল এক দফায়। তার সঙ্গেই অরুণাচলে লোকসভার দু'টি আসনে এবং সিকিমের একমাত্র কেন্দ্রটিতে ভোটগ্রহণ হয়েছিল। রবিবার শুধুমাত্র বিধানসভা ভোটের গণনা হল। প্রসঙ্গত, অরুণাচল এবং সিকিমের পাশাপাশি সারা দেশে লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশাতেও। ওই দুই রাজ্যে গণনা হবে ৪ মে।

সিকিম বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী এসকেএম

গ্যাংটক, ২ জুন: দুর্নীতির দায়ে জেলের সাজা হয়েছিল। হারিয়েছিলেন বিধায়ক পদ। সেই প্রেম সিং তামাং ওরফে পিএস গোলের দল সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা (এসকেএম)-ই টানা দ্বিতীয় জয় পেল সিকিমের বিধানসভা নির্বাচনে। বাংলার পড়শি হিমালয় ঘেরা রাজ্যে আবার মুখ্যমন্ত্রী পদে বসতে চলেছেন তামাং। তাঁর দলের তরফে রবিবার এ কথা জানানো হয়েছে। ৩২ আসনের সিকিম বিধানসভা ৫৮ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে ৩১টি আসনে জিতেছে মুখ্যমন্ত্রী তামাংয়ের এসকেএম। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবনকুমার চামলিংয়ের দল সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ)-এর ঝুলিতে গিয়েছে মাত্র একটি আসন। পেয়েছে সাকুল্যে ২৭ শতাংশ ভোট। দুই সর্বভারতীয় দল বিজেপি এবং কংগ্রেস একটি আসনেও জয় পায়নি। গোলে বিধানসভা রেনোক আসনে জয়ী হলেও চামলিং নামচায়বুং এবং পোকলক-কামরাং, দু'টি আসনেই হেরেছেন। বারফাং বিধানসভা আসনে পরাজিত হয়েছেন আর এক ‘হেভিওয়েট’ এসডিএফ প্রার্থী, ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। বিধানসভা ভোটে আলাদা লড়লেও এসকেএম বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-র সদস্য।

ফের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন প্রেম সিং তামাং

এক্সিট পোলে ভরসা নেই বিরোধীদের, নজর ভোট গণনায়

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন শেষ। সামনে এসেছে এক্সিট পোল। দেশের প্রায় প্রতিটি এক্সিট পোলেই নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে তা পূর্বাভাস করলেও কোনও বিরোধী দলই এই ফলাফল মানতে রাজি নয়। বলা ভাল, বিরোধীরা এই এক্সিট পোলের ক্ষেত্রে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, যা নজিরবিহীন। ফলে এখানে একটা প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই উঠছে, যে এক্সিট পোল নিয়ে আমাদের এতো উন্মাদনা কিন্তু তাতেই ভারতের মতো এত বড় ও পুরনো গণতন্ত্রে কেন এই অনাস্থা? এই প্রসঙ্গে আমাদের সবার আগে জানার দরকার এক্সিট পোল কি? একইসঙ্গে জানা দরকার ওপিনিয়ন পোলও বা কি? এক্সিট পোলে ভোটদানের পর ভোটারদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা সেই নির্বাচনে কোন দলকে সমর্থন করছেন। অফিশিয়াল গণনা উপলভ্য হওয়ার আগে এই ডেটার মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরার চেষ্টা চলে। মূলত, ভোটকেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ার সময় ভোটাররা কাকে ভোট দিয়েছেন তা জিজ্ঞাসা করে এই এক্সিট পোল পরিচালিত হয়। আর ওপিনিয়ন পোলে, ভোটের আগে ভোটারদের জিজ্ঞাসা করা হয়। বর্তমানে ভারতে এক্সিট পোলগুলো বেশ কয়েকটি সংস্থা চালায়। আর, এর সঙ্গে জড়িত থাকে কোনও না-কোনও মিডিয়া সংস্থা জড়িত। সমীক্ষাগুলো কখনও করা হয় মুখোমুখি, আবার কখনও বা অনলাইনে বা ফোনে। এখানে একটা তথ্য দেওয়া প্রয়োজন। তা হল, ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় লোকসভা নির্বাচনের সময় ‘দ্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ওপিনিয়ন’ প্রথমবার এমন সমীক্ষা করেছিল। এক্সিট পোল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ধারনা, একটি ভাল বা নির্ভুল এক্সিট পোল করতে হলে তাতে প্রশ্নসংখ্যা থাকতে হবে বেশিসংখ্যক। আর, এই সব প্রশ্নের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা আবশ্যিক। একইসঙ্গে এটাও নজরে রাখতে হবে যে, যাবতীয় প্রশ্ন হতে হবে পক্ষপাতহীন। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা আরও জানিয়েছেন, যে তথ্য জানতে চাওয়া হচ্ছে তার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকা জরুরি। একইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, এই তথ্য সঠিক ভাবে না মিললে ভোট ভাগের অঙ্কের সঠিক অনুমানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর এই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলো হামেশাই অভিযোগ করে, বিপক্ষ দল মনের মত ফলের জন্য সমীক্ষক সংস্থাকে অর্থ দিয়েছে। সমালোচকদের একাংশের আবার দাবি, এক্সিট পোলের ফলাফল প্রশ্ন তৈরিতে প্রশ্নকর্তার পছন্দ এবং প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে উত্তরদাতাকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও করা হয়। ফলে এই এক্সিট পোল যেখানে বহু পশ্চিমি দেশে জনমত যাচাইয়ের একটা স্বীকৃত পন্থা, সেই এক্সিট পোলের ওপর ভারতে নিশ্চিন্তে ভরসা করা যায় না। তবে সেফোলজিস্ট থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া যোগেন্দ্র যাদব জানান, এক্সিট পোলগুলো কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে চলবে ভোটগণনা পর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাত দফার সুদীর্ঘ লোকসভা ভোট পর্ব শেষ। যুযুধান সমস্ত রাজনৈতিক শিবিরের প্রার্থীদের ভাগ্য আপাতত ইভিএম বন্দি অবস্থায় স্ট্রংরুমে অন্ধকারে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা রয়েছে। যা জনসমক্ষে আসবে আগামী মঙ্গলবার ৪ঠা জুন। দেশজুড়ে অধীর আগ্রহে ওই দিনের অপেক্ষা চলছে। মঙ্গলবার সারা দেশের ৫৪৩ টি লোকসভা আসনের গণনা। এরাজ্যেও ৪২ টি আসনের গণনা হবে রাজ্যের ৫৫টি গণনাকেন্দ্রে। সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে গণনার কাজ সম্পন্ন করতে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গণনা কেন্দ্রের বাইরে ২০০ মিটার পর্যন্ত জারি থাকছে ১৪৪ ধারা।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে গণনা কেন্দ্রগুলিতে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় থাকছে। প্রথম পর্যায়ে থাকবে লাঠিধারী কনস্টেবল ও এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ এবং এরপর বাকি গণনা কেন্দ্র ঘিরে তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যের ৫৫ টি গণনা কেন্দ্রে নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে ৯২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। থাকবে ২৫২৫ জন রাজ্য পুলিশ।

গণনা কেন্দ্রে প্রতি বিধানসভা পিছু একজন করে পর্যবেক্ষক থাকবেন। অর্থাৎ ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ২৯৪ জন গণনা পর্যবেক্ষক থাকবেন। গণনার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য একগুচ্ছ বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। গণনা কেন্দ্রে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকরাই মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। এর পাশাপাশি সমগ্র গণনা কেন্দ্র-সহ তার চারপাশ সিসিটিভিতে মোড়া থাকবে। গণনা কেন্দ্রের ভিতর ওয়েব কাস্টিং হবে না। থাকবে শুধু সিসিটিভি। পোস্টাল ব্যালট গণনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একবারই নির্দিষ্ট ওটিপি দেখার জন্য মোবাইল ব্যবহার করবেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার। এছাড়া গণনা কেন্দ্রের মধ্যে আর কেউই মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে গেলে একমাত্র সাদা কাগজ ও পেন

ছাড়া কোন কিছু নিয়েই প্রবেশ করা যাবে না। যদি মোবাইল কারুর কাছে পাওয়া যায় তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী তা বাজেয়াপ্ত করবে এবং নির্বাচনী নিয়ম অনুযায়ী তাঁর হাজতবাস অথবা জরিমানা হতে পারে।

১. কোনও সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষক, সাম্মানিক সরকারি ভাতা প্রাপ্ত কর্মী, চুক্তিভিত্তিক সরকারি কর্মী গণনা কর্মী হতে পারবেন না।

২. গণনা কেন্দ্রের কর্মীরা বাধ্যতামূলকভাবে বেতনভুক সরকারি কর্মীই হবেন।

৩. সমস্ত গণনা কর্মীর নির্দিষ্ট সরকারি আইডেন্টিটি কার্ড থাকতে হবে।

৪. একমাত্র প্রার্থী অথবা তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট নিজস্ব লোকসভা কেন্দ্রের সব টেবিলে যেতে পারবেন।

৫. গণনা এজেন্টরা নির্দিষ্ট নম্বরের টেবিল ছাড়া অন্য টেবিলে যেতে পারবেন না।

৬. গণনা কেন্দ্র থেকে একবার বাইরে বেড়িয়ে গেলে আর কেউ ফের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। শুধুমাত্র অবজারভার ও রিটার্নিং অফিসারদের ক্ষেত্রে এই নিয়মে নিষেধাজ্ঞায় ছাড় রয়েছে।

৭. মিডিয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকবে গণনা কেন্দ্রে। গণনার যাবতীয় খবরাখবর দেওয়ার জন্য রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক মিডিয়া এনক্লেভে থাকবেন। গণনা কেন্দ্রের ভিতর ছবি করার জন্য একবারই গণনা শুরুতে মিডিয়াকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।

আগামী চার জুন রাজ্যের ৫৫ টি গণনা কেন্দ্রে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ৪২ টি লোকসভা কেন্দ্রে ৮০, ৫৩০ টি ভোটকেন্দ্র-সহ পোস্টাল ব্যালট গণনা। গণনা কেন্দ্রগুলিতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রাজ্যে ৫০৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন সাড়ে সাত কোটির বেশি ভোটার।

১. মোট ভোটার-- ৭,৬০,১০,০০৬ জন।

২. মোট প্রার্থী -- ৫০৭ জন।

৩. স্ট্রংরুম ৩৯৪টি।

৪. গণনা কেন্দ্র ৫৫টি।

৫. গণনার জন্য হল ৪১৮ টি।

৬. গণনার জন্য মোট টেবিল ৪৯৪৪টি।

৭. ৫০৭ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণে গণনার গড় ১৭ রাউন্ড।

৮. সবচেয়ে বেশি গণনা হবে ২৩ রাউন্ড। শীতলকুচি (৩১০ ভোটকেন্দ্র) ও দিনহাটা (৩১৮ভোটকেন্দ্র) বিধানসভা কেন্দ্রে।

৯. সবচেয়ে কম ভোট গণনার রাউন্ড --৯ (দার্জিলিং লোকসভার চোপরা বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট কেন্দ্র ২৫১)।

১০. গণনার কাজের জন্য নিযুক্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার ৪১৮ জন।

১১. পোস্টাল ব্যালট এবং ইটিপিবিএস গণনার জন্য হল ৮৬টি।

১২. মোট পোস্টাল ব্যালট ৩৩৭৯৮১টি।

১৩. মাইক্রো অবজারভার-সহ মোট গণনা কর্মী ২৫ হাজারের বেশি।

১৪. গণনার প্রতিটি টেবিলে থাকবেন একজন সুপারভাইজার একজন গণনা সহায়ক এবং একজন মাইক্রো অবজারভার।

সবকিছু ঠিক থাকলে বেলা একটার মধ্যেই আগামী পাঁচ বছরের জন্য সকলের কাছে দেশের ভবিষ্যতের ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এখন দেখার বিষয় নির্বাচন কমিশন যেখানে অনেকটাই সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে এই রাজ্যে সেখানে গণনা এবং গণনার পর পরিস্থিতিকে কতটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়।

খুনের হুমকির পোস্টার বিজেপি কর্মীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পোস্টার লাগিয়ে বিজেপি কাউন্টিং এজেন্টকে খুনের হুমকি।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির কাউন্টিং এজেন্টকে প্রকাশ্যে খুনের হুমকি। চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়াতে। রবিবার সকালে লিলুয়া থানার অন্তর্গত জগদীশপুর এলাকায় রাস্তার ধারে এহেন হুমকি পোস্টার পড়ে থাকতে দেখা যায়। পোস্টারে বিজেপির শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর গোবিন্দ হাজরাকে কাউন্টিং সেন্টারে গেলে গুলি করে খুন করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। যদিও তাতে তিনি ভয় পাচ্ছেন না। গণনার দিনে তিনি কাউন্টিং সেন্টারেও যাবেন। যদিও প্রতিবারের মতো এবারও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। ডোমজুড় বিধানসভার ব্লক সভাপতি তাপস মাইতি জানিয়েছে, পুলিশ প্রশাসন গোটা ঘটনার তদন্ত করলেই আসল সত্যি বেরিয়ে আসবে। তৃণমূল এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়।

অভিনব উদ্যোগ ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য ও বিভিন্ন ধারা তুলে ধরার পাশাপাশি সারা বিশ্ব জুড়ে ভারতীয় দর্শনের চর্চাকে এবার নতুন করে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিল কলকাতার ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। একদিকে ভারতের ধ্রুপদী দর্শন আর উল্টো দিক থেকে এসে মেশা পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা। পাশাপাশি এদেশের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা ও সেগুলির সংরক্ষণের দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। এবার নতুন প্রজন্মকে দর্শনের পাঠ দিতে তারা শুরু করল ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের উপর কর্মশালা ও অডিও ভিস্যুয়াল অনলাইন কোর্স। যেখানে ক্লাস নিচ্ছেন গোয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইআইটি নিউ দিল্লি , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ টেনেসি, নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অফ বার্গেনের মতো দর্শনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞরা।

কোর্স কো-অর্ডিনেটর তথা রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, কলকাতায় ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের দর্শন ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে দুটি কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। যেগুলি বর্তমানে 'বিআরসি গ্লোবাল' ইউটিউবে বিনামূল্যে পাওয়া। ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন সুমন্ত রুদ্র বলেন, কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে।

ভোট গণনার দিনের বিশেষ নির্দেশ তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী মঙ্গলবার ভোট যজ্ঞের মহা পর্ব। ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা। আর সেই দিনের কথা মাথায় রেখেই চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে সব রাজনৈতিক দলের অন্দরেই। রবিবারই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে জরুরি বৈঠক করতে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিন বিকেল ৫টায় জরুরি বৈঠক সারেন অভিষেক।

এদিনের বৈঠকে ফের আরও একবার তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড বলেন, 'আমি আগেই বলেছি, ষষ্ঠ দফাতেই ২৩টা আসন পেয়ে গিয়েছি। ২০১৪ সালের আসন সংখ্যা পেরিয়ে গেলেও অবাক হব না।' সূত্রের খবর, অভিষেক বার্তা দেন, গণনাকেন্দ্রে শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকতে হবে। একইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের বার্তা দেন, 'শেষ ইভিএম গোনা পর্যন্ত থাকুন। ছেড়ে আসবেন না। বিজেপি এজেন্টদের প্রভাবিত করতে পারে, ভয় দেখাতে পারে, হুমকি দিতে পারে। বাইরে এসে জয়ী হয়ে গিয়েছি বলে চিৎকার করতে পারে। নন্দীগ্রামের মতো আপনারা গণনা শেষ না করে বেরিয়ে আসবেন না। শেষ পর্যন্ত থাকবেন।' একইসঙ্গে এও বলেন, 'বাকিরা সতর্ক থাকবেন। যদি কেউ ক্লান্ত হয়ে যান তার বিকল্প তৈরি রাখবেন।'

শনিবার শেষ দফার ভোট মিটতেই বুথ ফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোলের রিপোর্ট সামনে আসতে শুরু করে। মোদি বিপুল

সংখ্যক জনাদেশ নিয়ে আবারও আসছেন, এমনই ইঙ্গিত মিলেছে সিংহভাগ এক্সিট পোলের রিপোর্টে। বাংলাতেও বিজেপির আসন বাড়ার কথা বলছে সকলে। তবে এক্সিট পোলকে গুরুত্ব দিতে চাননি অভিষেক। এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি বার্তা দেন, 'এক্সিট পোলে এর আগেও অনেক কিছু দেখিয়েছিল। পরে ফলাফল অন্য হয়েছে।'

এদিনের এই বৈঠকে গণনার বিশেষ দিনে কারা, কোথায়, কী ভাবে গোটা গণনা কর্মকাণ্ড নজরে রাখবেন দলীয় তরফে সে দিকে নজর রেখেই দিলেন একের পর এক নির্দেশ। তৃণমূল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ক্যাম্পে চার থেকে পাঁচ হাজার লোক রাখার বন্দোবস্ত করছে দল। তাঁদের জন্য দেওয়া হয়েছে বড় নির্দেশনামা

১) কাউন্টিং শেষ না হওয়া অবধি কারও বেরনো যাবে না।

২) ১৭সি ও ভিভিপ্যাট মেলাতে হবে।

৩) বিরোধীরা হয়তো প্রথমে এগিয়ে গেল, তার মানে বেরিয়ে আসব এটা হবে না।

একাধিক কেন্দ্রে যাঁদের দায়িত্বে রাখা হয়েছে তাঁরা হলেন, ঘাটালে মানস ভুঁইঞা আর অজিত মাইতি, মেদিনীপুরে জয়প্রকাশ মজুমদার, আরামবাগে শান্তনু সেন, হুগলিতে ইন্দ্রনীল সেন, তমলুকে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁথিতে উত্তম বারিক, কোচবিহারে অভিজিৎ দে ভৌমিক ও উদয়ন গুহ, আলিপুরদুয়ারে গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, জলপাইগুড়িতে মহুয়া গোপ ও চন্দন ভৌমিক।

দলীয় তরফে কাউন্টিং অবজারভার এবং এজেন্টদের জন্য আরও বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেগুলি মূলত এইরকম

১. কাউন্টিং অবজারভার নিয়োগ হবে।

২. কাল পৌঁছে যেতে হবে তাঁদের।

৩. কাউন্টিং এজেন্টদের কলকাতায় ডেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

৪. কোনও টেবিলের গণনায় তৃণমূল পিছিয়ে থাকতে পারে। মনোবল হারাবেন না।

৫. শেষ ইভিএম গণনা না হওয়া পর্যন্ত ময়দান ছাড়বেন না।

৬. যেখানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, সেখানে বাড়তি নজর দেবেন।

৭. নানা চক্রান্ত হতে পারে, কোনও প্ররোচনায় পা নয়। এক্সিট পোলে গুরুত্ব দেবেন না। এই ফল ২০১৪ সালের মতো হবে।

দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা আসছে জুন মাসেই, আগামী ৩ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার আগমন নিয়ে আশার কথা শোনাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস। এই বছর বর্ষা আসছে মে মাসেই। আগেই জানা গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করতে চলেছে মৌসুমি বায়ু। এর পাশাপাশি আগামী ৬ তারিখ পর্যন্ত রোজই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এই তালিকায় রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া। ঝড়বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বহাল থাকবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। তবে বৃষ্টি হলেও ক্ষণিকের স্বস্তি কাজ করবে। তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফেরের সম্ভাবনা নেই। কলকাতার তাপমাত্রা রবিবারে ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরপর ৪ তারিখ থেকে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কবার্তা, প্রবল ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণে। ৪০-৫০ কিমিতে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী দুই থেকে তিন দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়। তবে বর্ষার পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় আসতে এখনও কিছুটা দেরি রয়েছে। ধীরে ধীরে বর্ষা প্রবেশ করছে বঙ্গে এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পাকাপাকি ভাবে ১০ তারিখ নাগাদ কলকাতায় বর্ষা প্রবেশ করবে। যদিও উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে বর্ষা। এর পাশাপাশি আলিপুর দপ্তর থেকে এও জানানো হয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবল বেগে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং দক্ষিণী বায়ু প্রবেশ করছে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করছে। এর পাশাপাশি হিমালয়ের পাদদেশ সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি করে রেখেছে।

এক্সিট পোলে ভরসা নেই বিরোধীদের, নজর ভোট গণনায়

প্রথম পাতার পর...

এই এক্সিট পোল সম্পর্কে দেশের প্রখ্যাত সেফোলজিস্ট জয় ম্রুগ অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, 'জীবনে কতবার দেখেছেন আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল?' তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, আবহবিদ্যায় যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গাণিতিক মডেলিং বহু বছর ধরে হয়ে আসছে তার ভগ্নাংশও ভোটের পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। এর ওপর রয়েছে ভারতে ভোটারদের বৈচিত্র্যময় চরিত্র। সবচেয়ে বড় কথা এদেশে যে 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' সিস্টেম চালু আছে তাতে কাজটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দলের শতকরা ভোটের হার সঠিকভাবে আন্দাজ করতে পারলেও তাতে কতগুলো আসন জুটবে সেটা হিসেবে করা খুব ঝুঁকির।এই প্রসঙ্গে সেফোলজিস্ট জয় ম্রুগকে স্বীকার করে নিতে দেখা গেছে, আদতে এটা একটা নাম্বার গেম। যার সঙ্গে প্রশ্নকর্তার অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক জ্ঞান সব মিলিয়েই একটা ফলাফলে উপনীত হতে হয়। ফলে সেখানে ভুলের কিছু সম্ভাবনা থেকেই যায়। এদিকে পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, আজ অবধি এ দেশে এক্সিট পোলের রায় কখনও সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কখনও আবার তা সঠিক পূর্বাভাসও দিয়েছে।তবে এক্সিট পোলে সঠিক তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্র বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। যেমন, ভোটারদের নমুনা সঠিক ভাবে না পাওয়া। দ্বিতীয়ত, সব ভোটারের এক্সিট পোলে অংশ না নেওয়া। আর সব থেকে বড় সমস্যা হল, ভোটাররা সবসময় তাদের ভোট কাকে প্রদান করেছেন তাও সঠিক ভাবে না জানানো। এর ফলে সঠিক ফলাফল হিসেব করা সম্ভব হয় না। সঙ্গে রয়েছে ডেটা সংগ্রহের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব। ই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০০৪- অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিজেপি যে ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না, কোনও স্কিট পোলই তার আভাস পায়নি। এরপর ২০০৯- ইউপিএ যে ক্ষমতায় ফিরতে পারবে, সেটাও বলতে পারেনি কোনও পোল। আবার ২০১৪তে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির জয়ের আন্দাজ মিলেছিল এক্সিট পোল থেকেই। যদিও জেতার যে মার্জিন ছিল বেশির ভাগ এক্সিট পোলই অনুমান করতে পারেনি।দিকে এই এক্সিট পোল নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতীতে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'ই এক্সিট পোলটা আসলে গুজব ছাড়া কিছুই নয়। আর এই গুজব ছড়িয়েই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে কারচুপির গেমপ্ল্যান বা ষড়যন্ত্র ছকা হয়।' অন্যদিকে কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি জানিয়েছিলেন, আদতে এই এক্সিট পোলগুলো তাদের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার কৌশল। ফলে এক্সিট পোল যাই বলুক না কেন, ৪ জুনেই সামনে আসবে প্রকৃত তথ্য।

৫ বছরের শিশু জন্মদিনে জমানো পয়সায় পথশিশুদের খাওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালি: রক্তদান যেমন মহান কাজ, তেমনই রক্তের সম্পর্কও বড় সম্পর্ক। নিজের জমানো টাকা থেকে কিছু খাবার কিনে পথশিশুদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের পাঁচ বছরের জন্মদিন পালন করল হাওড়ার বালির অত্রিষা পাল। ছেলেবেলা থেকে বাবা ও মার সামাজিক কাজকর্ম দেখে অত্রিষা নিজেই ঠিক করে এ বছর তার জন্মদিন পালন করবে পথশিশুদের সঙ্গে। তাই বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অত্রিষা নিজের জন্মদিন পালন করতে পথশিশুদের সঙ্গে। এরপর দক্ষিণেশ্বরে কুড়ি জন শিশুর হাতে তুলে দেয় বিরিয়ানির প্যাকেট ও মিনারেল ওয়াটার।

সনাতনীদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরামবাগের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের হল মৌরীগ্রামে। আরামবাগ জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ মঠ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার যে অভিযোগ তুলে ছিলেন, সেই মন্তব্য সনাতনী ধর্মের সাধুদের অপমান বলে অভিযোগ তোলা হয় গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে। এই নিয়ে ২৪ মে কলকাতার রাজপথে সাধুসন্তরা প্রতিবাদ মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করে। রবিবার নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একই দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে মিছিল করল। মিছিলে কয়েকটি হিন্দু সংগঠন যোগ দেয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা জুন। ২০ শে জ্যৈষ্ঠ । সোমবার। দ্বাদশী তিথি, জন্মে মেষ রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র বিংশোত্তরী কেতু মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যা ভেবেছিলেন, সেই শুভকাজটি হয়ে পড়বে। আত্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি হবে। প্রতিবেশী স্বজনের নিমন্ত্রন রক্ষা করার জন্যে, শুভদিন। যারা সমালোচনা করে এসেছে-তাদের কাছে আপনার এই জয় কাঁটা হয়ে বিধবে। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রেমে শুভ। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্র।

বৃষ রাশি : সিদ্ধান্ত নিন, অতীব শুভযোগ। পরিবারের বাতাবরণ খুশীতে পূর্ণ হবে। উর্ধতন কর্মচারীর নির্দেশে সম্মানবৃদ্ধি যোগ। কিছু কেনা বেচার দ্বারা লাভবান হবেন। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা কাজ হাসিল হবে। লেখক-শিল্পী কলাকুশলীদের শুভ দিন। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা। কোনও ইলেকট্রিক্যাল বস্তু বাড়ীতে খারাপ হয়ে পড়বে। গ্যাসের আগুন থেকে সতর্কতা। সংসারে যে গুপ্ত শত্রু রয়েছে-আজ তার খুশীর দিন, কোনও ষড়যন্ত্র মন্ত্রঃ-দেবী দূর্গার প্রস্তচারিনি মন্ত্রঃ

কর্কট রাশি : বান্ধব দ্বারা, প্রতিবেশীর স্বজন দ্বারা, প্রেমিকদ্বারা কোনও শুভত্ব বৃদ্ধি। যানবাহন দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। পরিবারে দাম্পত্য সুখবৃদ্ধি। নৈরাশ্য সমস্যার সমাধান। মন্ত্রঃ শ্রী রামকৃষ্ণ মন্ত্র।

সিংহ রাশি : সোমবার অর্থ প্রাপ্তির দুয়ার খুলছে। যারা হোটেল রেস্তোরা বাণিজ্য করেন, অতীব শুভ সময়, চট জলদি সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন কিছু করুন, ভাল হবে। দাম্পত্যে শ্বশুর বাড়ির কোন সদস্যর দেওয়া সম্মান আজ পুনরায় আনন্দ বৃদ্ধি হবে। সন্তানের কর্মে শান্তি। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ সময়। বিদ্যাভাগ্য ও গবেষণাস্তরে শিক্ষা শুভ। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : দিনটি শুভ। ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে সন্তানকে নিয়ে সামান্য দুঃশ্চিন্তা থাকলেও- তা ক্ষতিকর নয়। পিতা-পিতৃব্য সম্পর্ক থেকে লাভ প্রাপ্তি। টাকা আসছে গোপন করুন। সংকল্প বিশেষত কাছের মানুষের নিকটে। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

তুলা রাশি : সোমবার রূঢ় বাক্য দ্বারা সম্পর্ক নষ্ট হবে। জানতে চান কি হয়েছিল? তারপর তর্কে যান ক্রোধ যদি সম্বরন না করতে পারেন তবে ক্ষতি। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের অশুভ। প্রেমে কাঁটা। সতর্ক থাকা উচিত প্রতিবেশী সম্পর্কে। বিতর্ক বাড়তে পারে। মন্ত্রঃ দেবী গৌরী মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ডিভোর্স বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে তৃতীয় ব্যক্তির আচরনে ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কৃষিজমি বিষয়ে, পুরাতন বাড়ীর বিষয়ে শুভত্ব বৃদ্ধি পাবে। পরিবারে যে নারী তার কল্পনা বিস্তার করছে-লাগাম দিন। মন্ত্রঃ শনিমন্ত্রঃ।

ধনু রাশি : সোমবার আনন্দপ্রাপ্তি। ব্যবসায়ে বড় লাভের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ যারা ইমারতি দ্রব্য সরবরাহ করেন তারা। আজ এক নতুন বিষয়ে দৃকপাত হবে। যার থেকে ভবিষ্যতে লাভ প্রাপ্তি নিশ্চয়। মন্ত্রঃ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ দিন। গ্রহ পরিস্থিতি হঠাৎ করে আর্থিক স্থিতি শুভ করবে। ব্যাবসায়িক বড় চুক্তি স্বাষরিত হবে, তা কথা হবে। সন্তানের কোন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : সোমবার। বাণিজ্যে অস্থিরতা সতর্ক থাকা উচিত, কোন অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। প্রতিবেশীর নাক গলানোতে বিবাদ-চরমে পৌঁছবে? সামান্য ব্যাপার অথচ আকার হবে বিরাট। কৃষিজমি বিষয়ে অস্থিরতা। সন্তানের সহযোগিতা না পাওয়া মনকষ্ট বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

মীন রাশি : বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। কথা দিয়ে সে কথা রাখছে। শত্রু রূপী বান্ধব আজ আপনার পাশে ঘুরঘুর করবে। কর্ম প্রার্থীদের কর্মের নতুন পথ। বিদ্যার্থীদের শুভ সকল প্রকার বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ দেব মহাদেব।

(বৈষ্ণব পন্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী র তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩ জুন ২০২৪ ১৮ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ সোমবার

ভাটপাড়ায় বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে বোমাবাজি বাজার গরম করার চেষ্টা করছে তৃণমূল, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিক্ষিপ্ত অশান্তির মধ্য দিয়ে শনিবার রাজ্যে সম্পন্ন হয়েছে শেষ দফার নির্বাচন। মঙ্গলবার ভোট গণনা। ভোট গণনার দু'দিন আগে ভাটপাড়ায় ফের বোমাবাজি। শনিবার রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের বাড়ির সামনে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। প্রিয়াঙ্গু বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের নির্বাচনী এজেন্ট। তাঁর বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় বোমাবাজির সেই দৃশ্য ধরাও পড়েছে। যদিও বোমাবাজির ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি। রবিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং দাবি করেন, গত ২০ মে ব্যারাকপুরে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, ব্যারাকপুর শান্তপ্রিয় এলাকা। নির্বাচনে একটাও বোমা-গুলি চলেনি। তাঁর দাবি, তৃণমূলের কিছু নেতা বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তাঁর কথায়, 'ভাটপাড়া-জগদ্দল সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া। তবুও বোমা পড়ছে। প্রশাসনকে তাঁর পরামর্শ, আগে ব্যারাকপুরের ইতিহাস জানুন। আর সঠিকভাবে আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করুন। অন্যথায় যখন প্রতিক্রিয়া হবে। তখ ন সামাল দিতে পারবেন না।' এদিকে বোমাবাজি নিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, 'রাত ১১-২০ নাগাদ বাইকে চেপে দু'জন এসে বাড়ি লাগোয়া মাঠে বোমা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনার সময় তিনি জগদ্দলের মজদুর ভবনে ভোটের কাউন্টিং সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করছিলেন। তাঁর বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বোমা মারার ঠিক ১৫ মিনিট আগে বাইকে চেপে দুই যুবক বাড়ির সামনে দিয়ে চারবার রাউন্ড মেরেছে। তারপর বাইকে চেপেই ওরা বোমা মারে। প্রিয়াঙ্গুর দাবি, তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু জগদ্দল, কাঁকিনাড়ার লোক বোমাবাজিতে ভয় পায় না। প্রিয়াঙ্গুর কথায়, ছোটবেলা থেকে তিনি বোমা-গুলি দেখেই বড় হয়েছেন। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, এটা তৃণমূল দুষ্কৃতীদের কাজ। আর এই দুষ্কৃতীদের মদত দিচ্ছে তৃণমূল। বোমা-গুলি উদ্ধারে প্রশাসনও নিষ্ক্রিয়। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ভাটপাড়া থানার পুলিশ দুষ্কৃতীদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে। বোমাবাজি নিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, কেউ ভাটপাড়া-জগদ্দল উত্তপ্ত করার চেষ্টা করছে। তবে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ বোমাবাজির ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করবে।

ভোট গণনা কেন্দ্রে কেন সাদা পোশাকের পুলিশ? প্রশ্ন শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট গণনার আগে ইভিএম নিরাপত্তায় স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা। স্ট্রং রুমের সবথেকে বাইরে থাকছে বন্দুক হাতে কলকাতা পুলিশ। দ্বিতীয় স্তরে থাকছে লাঠিধারী পুলিশ কর্মীরা। আর স্ট্রং রুমের সবথেকে কাছে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। নেতৃত্বে থাকবেন একজন উপ-নগরপাল। ডিআইজি নিরাপত্তার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

প্রত্যেক গণনাকেন্দ্রে কেন সাদা পোশাকে থাকবে পুলিশ, প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে শুভেন্দু অধিকারী ডিআইজি নিরাপত্তা আইপিএস রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখেন, 'আমি জানি আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই আপনি শনিবার সন্দেশখ ালিতে উপস্থিত ছিলেন ভোট প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন করতে।'

পাশাপাশি শুভেন্দু এও জানান, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্য পুলিশ গণনা কেন্দ্রগুলিতে তিন স্তরের কর্ডনিং সিস্টেমের প্রথম কর্ডনিংয়ের বাইরে যেতে পারে না।

৩০ বা তারও বেশি আসন পাবে তৃণমূল

বিভ্রান্ত না হওয়ার বার্তা কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবারই শেষ হল দেশের সাত দফার লোকসভা ভোট। ফল ঘোষণা আগামী ৪ জুন। কিন্তু সপ্তম দফার ভোট গ্রহণের পরই প্রায় সবকটি বুথ ফেরত সমীক্ষাতেই দেখানো হয়েছে, কেন্দ্রে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদির সরকার। ৪০০ আসন না হলেও, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভর করেই সরকার গঠন করে ফেলতে পারেন মোদি। এমনকি, পশ্চিমবঙ্গেও শাসক দল তৃণমূলের থেকে অনেক বেশি আসনে বিজেপি জয়লাভের পূর্বাভাস দিয়েছে বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলি। তবে, এক্সিট পোলকে কোনও গুরুত্বই দিতে নারাজ তৃণমূল। এমনকি, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেও কংগ্রেস তথা বিরোধীদের তরফেও এই বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলিকে গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না।

এক্সিট পোল সামনে আসার পরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ লেখেন, 'বাংলায় তৃণমূল ৩০ বা তারও বেশি আসনে জয়লাভ করবে। বুথ ফেরত সমীক্ষার তথাকথিত রিপোর্টে বাস্তব প্রতিফলিত হয়নি। কিছুক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে অবাস্তব তথ্য ছড়ানো হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা বিভ্রান্ত হবেন না। গণনার দিন এজেন্টরা শেষ পর্যন্ত সক্রিয় থাকুন। মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দিয়েছেন।'

এদিকে, শনিবারই ভোট দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আমি পোর্ট এরিয়া ঘুরে এলাম। আমি খুব আশাবাদী শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট দিয়েছেন মানুষ। অভিষেক আগে ২৩ টা বলেছে। এই ৯ টাও আমরাই পাব।'

এদিকে শীর্ষ নেতৃত্বও মনে করছেন ২০১৯ সালের তুলনায় আরও বেশি আসনে জয় পাবেন তৃণমূল প্রার্থীরা। তৃণমূলের এহেন আশা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিবিরও।

তাপস রায়ের বুথ এজেন্টকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পরবর্তী হিংসায় তপ্ত ট্যাংরা, টালিগঞ্জ। ট্যাংরায় বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের বুথ এজেন্টকে জোর করে বাইক থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ। মেরে শুধু চোখের কোণ ফাটিয়ে দেওয়াই নয়, প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওই বিজেপি এজেন্টকে। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম রমেশ সাউ। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। যদিও এই ঘটনায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে তৃণমূল।

এদিকে আক্রান্ত রমেশ সাউয়ের বক্তব্য, ট্যাংরা এলাকাতেই বুথে এজেন্ট হিসাবে বসেছিলেন তিনি। ভোট শেষে বুথে থেকে বেরিয়ে বাইকে ওঠার সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর হামলা চালায়। বেধড়ক মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ।

একই ছবি টালিগঞ্জেও। বন্দুকের বাঁট দিয়ে হামলার অভিযোগ। আহত দুই বিজেপি কর্মী। বিজেপির এক কর্মীর দাঁত ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদে।

এক্সিট পোল মানতে রাজি নয় বাংলার বাম শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুথ ফেরত সমীক্ষা অর্থাৎ এক্সিট পোলে শূন্য দেখানো হচ্ছে সিপিআইএমকে। কোনওভাবেই মানতে রাজি নন বাম নেতৃত্ব। বরং সপ্তম দফায় যে ছবি সামনে এসেছে তাতে ভোট ময়দানে বেশ দাপিয়েই বেড়াতে দেখা গেছে সিপিআইএমকে। শুধু তাই নয়, আক্রান্ত হয়েছেন প্রার্থীরা। ভাঙচুর চলেছে প্রার্থীর এজেন্টের গাড়িতেও। হুমকির মুখে পড়েন পোলিং এজেন্টরাও। এর কারণ হিসেবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, রাজ্যে শাসক শিবিরের মেরুকরণের ভোটে কিছুটা হলেও ভাগ বসিয়েছে বাম পক্ষ। সেই কারণেই কিছুটা আক্রোশের বশে বারবার সিপিআইএমের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে তৃণমূলকে।

তবে সিপিআইএমের দাবি, ভোট ময়দানে তারাই প্রধান প্রতিপক্ষ, এটা তৃণমূল বুঝেছে। তাই বারবার আক্রমণ করা হয়েছে তাদের। তৃণমূল অবশ্য এভাবে দেখ তে নারাজ। রাজ্যের শাসকের দাবি, কোথাও অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছিল সিপিআইএম। মানুষ প্রতিরোধ করেছে। তার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রসঙ্গত, গত লোকসভা নির্বাচনে ১৬.৭২ শতাংশ ভোট কমেছিল বামেদের। বামেদের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল শতকরা ৭.৫ শতাংশ। সিপিআইএমের দাবি, বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল মিলবে না। ভোট বাড়বে তাদের। মেরুকরণ ধীরে ধীরে কমছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

বামেদের ক্যাম্প অফিস 'ভাঙচুর'

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদা গড় হিসেবে পরিচিত যাদবপুরের বুকে ভাঙা হল বামেদের ক্যাম্প অফিস। তবে 'হামলাকারী'দের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ জানাতে ভয় পেল সিপিএম।

সূত্রে খবর, বাঘাযতীন মোড় লাগোয়া কিশোর চক্রের গলির মুখে চেয়ার, টেবিল এবং ভোটার তালিকা নিয়ে আলাদাভাবে সকাল থেকে বসেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম এবং এসইউসিআই (সি) এর কর্মীরা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, দুই দলের মাঝখানে থাকা সিপিএমের ক্যাম্প অফিসের টেবিল উল্টানো। চেয়ারও ভাঙা। বাম কর্মীদের অভিযোগ, ঘটনার পিছনে রয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই। তবে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা সিপিএম কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সরাসরি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চাননি। অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে বামেদের পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সবুজ শিবির।

> বাম কর্মীদের অভিযোগ, ঘটনার পিছনে রয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই। তবে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা সিপিএম কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সরাসরি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চাননি। অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে বামেদের পিছিয়ে যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি সবুজ শিবির।

নিজের এক্সিট পোল সামনে আনলেন দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশিরভাগ এক্সিট পোলের হিসেবনিকেশ বলছে, ২০১৯ এর তুলনায় এবার বাংলায় বেশি আসন পাবে গেরুয়া শিবির। ৪২ মধ্যে বঙ্গ বিজেপি ২০ থেকে ২৪টি আসনে জিতবে বলেই দাবি করা হচ্ছে বুথ ফেরত সমীক্ষাতে। এসবের মাঝে নিজস্ব 'এক্সিট পোল' প্রকাশ করলেন তৃণমূলের তরুণ প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বিজেপির আসন সংখ্যা ২০১৯-এর তুলনায় কমবে।

নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে তমলুকের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য জানান, তৃণমূল পাবে ২৫ থেকে ২৭ আসন। আর বিজেপির দখলে আসতে চলেছে ১৪ থেকে ১৬টি আসন। অন্যদিকে বাম-কংগ্রেস জোটকে সর্বোচ্চ মাত্র একটি আসন দিতে রাজি দেবাংশু। এটাই তাঁর নিজস্ব হিসেব বলে দাবি করেন তৃণমূলের সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী। এদিকে, সোশাল মিডিয়ায় এক্সিট পোলের বিরোধিতা করা হয়েছে তৃণমূলের তরফেও। তার সপক্ষে অবশ্য তাদের যুক্তি, ২০১৬, ২০১৯ এবং ২০২১-এর ভোটে ভুল প্রমাণিত হয়েছে এই বুথ ফেরত সমীক্ষার ফলাফল।

বাহিনীর ভূমিকায় পদ্ম দ্বিধাবিভক্ত, ঢালাও সার্টিফিকেট শুভেন্দুর

ডায়মন্ড হারবারে পুনর্নির্বাচনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছিল পদ্মশিবিরের একাংশের মাঝে। শেষ দফার ভোটের দিনও সেই ছবিটার বিশেষ কোনও বদল হল না। ওই দিন নানা ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে দমদমের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত এবং বরাহনগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনের প্রার্থী সজল ঘোষ-সহ পদ্ম শিবিরের আরও অনেককেই। কিন্তু দিনের শেষে দলের তরফে সাংবাদিক বৈঠকে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ঢালাও সার্টিফিকেট দিতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে।

প্রসঙ্গত, শেষদফা ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে অনেক এলাকাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি নেতাদের। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও বুথে দাপিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। এই সব ঘটনায় দমদমের বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্ত এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কার্যত রাজ্য পুলিশের হাতের পুতুল আখ্যা দিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পরিচালনা করেছে পুলিশ। আর আমাদের রাজ্যের পুলিশ কেমন তা সবাই জানে। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। কিউআরটি থেকে নির্বাচন কমিশনের যত দ্রুত সক্রিয়তা দেখ ানো উচিত ছিল ততটা হয়নি।'

ফলতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট লুটের অভিযোগ তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস। এখানেও তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকেই। বরানগর বিধানসভা উপ-নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষও এদিন ভোট চলাকালীন ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে অবাধে আমাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে।'

তবে দিনশেষে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গলায় কিন্তু ছিল অন্য সুর। ভোট শেষে দলের সল্টলেক পার্টি অফিসে যে সাংবাদিক বৈঠক করেন সেখানে শুভেন্দু বলেন, 'ব্যাপক হারে ছাপ্পা ভোট তৃণমূল দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্যই। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে তারা ভালো কাজ করেছে। তাঁদের সীমাবদ্ধতাটাও পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বুঝতে হবে। অনেকেই আমাকে মেসেজ করে বলেছেন। আমি তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছি তাঁরা ভোট দিতে পেরেছেন কি না। জবাব এসেছে, হ্যাঁ। ডায়মন্ড হারবার ছাড়া বেশিরভাগ এলাকার মানুষই ভোট দিতে পেরেছেন। এর কৃতিত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর।' অন্যদিকে, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের ৪০০-র বেশি বুথে এবং মথুরাপুর কেন্দ্রের ১২টি বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে গেরুয়া শিবির। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ওই বুথগুলিতে ভোটগ্রহণ স্বচ্ছভাবে হয়নি।

ফের আক্রান্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ী, লুঠ

প্রশান্ত দাস

নিমাই ঘোষ দস্তিদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আবারও টার্গেট স্বর্ণ ব্যবসায়ী। ভরদুপুরে দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর পথ আটকে মাথায় পিস্তলের বাট দিয়ে আঘাত করে লুঠ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নৈহাটির ১ নম্বর বিজয়নগর এলাকায়। আক্রান্ত দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রশান্ত দাস ও নিমাই ঘোষ দস্তিদার নৈহাটির ১ নম্বর বিজয়নগরের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নৈহাটি স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন ওই দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তিস্তা তোর্সা ট্রেন ধরে কোচবিহারে ডেলিভারি করার উদ্দেশ্যে তারা রওনা দিয়েছিলেন। বাড়ির অদূরে ১ নম্বর বিজয়নগর স্কুলের কাছে পিছন থেকে একটি বাইকে তিন দুষ্কৃতী এসে তাদের পথ আটকায়। আক্রান্তদের দাবি, কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার গয়না লুঠ করে নিয়ে যায়। তিনজনের মধ্যে দুজনের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে দুজনকে উদ্ধার করে নৈহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে নিমাই ঘোষ দস্তিদারের আঘাত গুরুতর। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার কিনারা করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

পরিবেশকে আমরা এক মহাবিপর্যয়কর ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছি

আমাদের সন্তানদের জন্য এক সবুজ পৃথিবী রেখে যাওয়ার চিন্তার থেকে এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কতখানি মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, কতগুলো ফ্ল্যাট, ক'খানা গাড়ি এবং কী পরিমাণ ভোগ্যপণ্যের ব্যবস্থা তাদের জন্য করে যেতে পারা যায়; সেই ব্যাকুলতা। তাই পাশের জলাশয়টি যখন ধীরে ধীরে বুজিয়ে বহুতলের পরিকল্পনা করা হয়, তখন অনায়াসে চোখ বন্ধ করে আমরা হিসাব কষি কী ভাবে একটা ফ্ল্যাট সেখানে বাগানো যায়। আবাসন শিল্পের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের ছোট-বড় জলাশয়গুলি নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে। আড়িয়াদহ অঞ্চলে বেশ কিছু বছর আগে বড় একটি পুকুর বুজিয়ে তৈরি হয়েছিল বাস স্ট্যান্ড (রুট নং ৪৩/১)। এখন আর কোনও বাসই ছাড়ে না সেখান থেকে। মাঝখান থেকে সেই বড় জলাশয় এবং তার সঙ্গে জড়িত বাস্তুতন্ত্র বেবাক হাওয়া। এমন উদাহরণ অজস্র। আসলে, এক দিকে যেমন রাষ্ট্রের সদিচ্ছার অভাব, তেমনই অন্য দিকে গণচেতনার অনুপস্থিতি এই বিপর্যয়ের মূল কারণ। তীব্র দহনে নিদারুণ জলকষ্টে মানুষ যখন শুকিয়ে মরছে, তখন 'আমার আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার' তো ভরাই আছে; এই সন্তুষ্টি নিয়ে আমরা অকারণে দশ বালতি জল খরচ করি। ঠিক একই রকম সচেতনার অভাব দেখতে পাওয়া যায় সবুজায়নের ক্ষেত্রে। জলের অভাবে ধুঁকতে থাকা ফুটপাতের গাছটার তলায় রাশি করে ফেলে দিই ঠান্ডা পানীয়ের বোতল, চিপস আর গুটখার প্যাকেট, যেগুলি থেকে দূষণ ছড়ায় মারাত্মক। ডানলপ ব্রিজ থেকে ব্যারাকপুর যাবার পথে বিটি রোডের দুই ধারে ঘন সবুজ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে একদা যে বিশাল গাছগুলি দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আজ উধাও। ওই পথের নিত্যযাত্রীদের এখন অস্বাভাবিক বায়ুদূষণ এবং অসহ্য দৃশ্যদূষণ সহ্য করে রোজ যাতায়াত করতে হয়। পরিবেশ সম্পর্কে জনজীবনে পর্বতপ্রমাণ উদাসীনতা রয়ে গেছে বলেই না আমাদের চারপাশটা এমন ঊষর, ধূসর হয়ে উঠছে। একের পর এক নির্বাচন আসে যায়। পরিবেশ উন্নয়নের কোনও প্রতিশ্রুতি, কোনও প্রচেষ্টা আমরা দাবি করি না কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে। ধীরে ধীরে সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে, আবহাওয়ায় দেখা দিচ্ছে ব্যাপক পরিবর্তন। কিন্তু কোথায় সেই সচেতন প্রচেষ্টা? রাজস্থানে ব্যাপক সবুজায়নের প্রয়াস এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব প্রকল্প (যেমন; সৌরবিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবহার, বায়ুশক্তির উপর নির্ভরতা) ধীরে ধীরে মরুভূমির সদম্ভ বিস্তারকে অনেকাংশে প্রতিরোধ করতে পেরেছে। অথচ, সেই একই সময়ে আমাদের একদা সুজলা-সুফলা পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশকে আমরা এক মহাবিপর্যয়কর ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

আনন্দকথা

ভক্তেরা এইমাত্র এত হাসিখুশি করিতেছিলেন, এখন সকলেই একদৃষ্টি হইয়া ঠাকুরের সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছেন। সমাধি অবস্থা মাস্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে ওই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। দেহ শিথিল হইল। মুখ সহাস্য হইল। ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য করিতেছে। চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে ঠাকুর 'রাম রাম', এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

মাস্টার ভাবিত লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকিমি করিতেছিলেন? তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক!

ঠকুর পূর্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

জর্জ ফার্নান্ডেজ

১৯২৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম করুণানিধির জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জর্জ ফার্নান্ডেজের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সারিকার জন্মদিন।*

১২৫-এ কাজি নজরুল ইসলাম আজও বিদ্রোহীর মূর্ত বিগ্রহ, বিপ্লবের হাতছানি !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলার দামাল ছেলে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম। অগ্নিবীণার বিদ্রোহী সুরে বাংলার প্রাণচেতনাকে তিনি একদিন জাগিয়ে তুলেছিলেন। বিদ্রোহের সুর তাঁর কণ্ঠে, বিপ্লবের স্বপ্ন তাঁর দুচোখে। বাংলার যুবশক্তিকে তিনি কামালপাশা'র লংমার্চের ছন্দে নাচিয়ে তুলেছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি নিজেও জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিনের উত্তাল সময়ের স্রোতে। দেখতে দেখতে সেই বিদ্রোহী কবির ১২৫-এ পা। অথচ দীর্ঘ সময় পরেও তাঁর বিদ্রোহের মূর্তিকে এখনও প্রতিমা মনে হয়, তাঁর বিপ্লবের হাতছানিতে আজ বাঙালি আজও স্বপ্ন দেখে।

১৮৯৯-এর ২৫ মে (১৩০৬-এর ১১ জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবা কাজি ফকির আহমদ, মা জাহেদা খাতুন। চারটি ছেলের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম। নিঃস্ব অবস্থায় বাবার মৃত্যুতে দারিদ্রপীড়িত দুঃখের সংসারে মধ্যে তাঁর নাম অত্যন্ত সহজেই বেনামে 'দুখুমিঞা' হয়ে ওঠে । মনে হবে অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রদেয় ললাটলিখনকে স্বীকার করে নিয়ে সারাজীবন ধরে ছোটবেলার সাধারণ্যে প্রচলিত নামকেই তিনি সত্যি করে গিয়েছেন। এজন্য মনে হয়, দারিদ্র তাঁকে নত করেনি, বিনয়ী করেছে, তাঁর অন্তরের সঙ্গী হয়ে উঠেছে । তাই তিনি 'দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়' কবিতায় বলতে পেরেছেন 'দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই / আমি যেন মোর জীবনে নিত্য কাঙালের প্রেম পাই! / তাহাদের সাথে কাঁদিব তাদেরে বাঁধিব বক্ষে মম; / দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়, দরিদ্র প্রিয়তম!' আট বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। অভাব জর্জরিত সংসারে নানারকম বিড়ম্বনার মধ্যেই নজরুল বেড়ে ওঠে,গড়ে তোলে তাঁর জীবন । গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নজরুল কিছুদিন কবিগান জাতীয় লেটোগানের দলে যোগ দেন। কাকা কাজি বজলে করিমের কবিত্বশক্তি থাকায় নজরুল তাঁর কাছ থেকে কবিতা রচনার প্রেরণা লাভ করেন এবং লেটোদলে তার সফল প্রয়োগেও তাঁর সাফল্য মেলে। এজন্য লেটোদলেই নজরুলের কবিখ্যাতি জুটে যায়। এরপর লেটোদল ত্যাগ করে যেমন রুটির দোকানে পাঁচ টাকা মাইনের কাজ করেছেন, তেমনই রেলওয়ে গার্ডসাহেবের বাড়িতেও চাকর খেটেছেন। পরে অবশ্য রানিগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলে ক্লাস সেভেন-এ ভর্তি হন। এমনকি, পড়াশোনায় কৃতিত্বের জন্য একেবারে ডবল প্রমোশনে ক্লাস নাইনে উঠে যান। শুধু তাই নয়, ভালো ছাত্র হওয়ার সুবাদে শিয়ারশোলের জমিদারের কাছ থেকে সাতটাকা করে সাহায্যও পেতেন নজরুল। এমনকি, স্কুলের বেতন ও বোর্ডিং-এ থাকার জন্যও নজরুলকে কিছু দিতে হত না। ক্লাস টেন-এ কবির জীবন অন্যদিকে মোড় নেয়। সালটি ১৯১৭। কবির কথায় 'ক্লাসে ছিলাম আমি ফার্স্ট বয়। হেডমাস্টারের বড় আশা ছিল আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব, কিন্তু এসময় এলো ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন দেখলাম এদেশ থেকে পল্টন যাচ্ছে যুদ্ধে। আমিও যোগদিলাম এই পল্টন দলে।' যাই হোক, সৈনিক নজরুল ৪৯ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাঁদের সদর দপ্তর ছিল পাকিস্তানের বন্দরনগরী করাচি। এখানেও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তিনি সাধারণ সৈনিক থেকে হাবিলদার হয়ে ওঠেন। এই পরিসরে নজরুলের লেখনী স্তিমিত হয়ে পড়েনি। বরং সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এখানে সুযোগ এল জনৈক মৌলবীসাহেবের কাছে ফারসি সাহিত্য পড়ে ফেলার। করাচি থাকার সময়ই বাংলা পত্র-পত্রিকায় 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'হেনা' ও 'ব্যথার দান'-এর মতো গল্প ও 'মুক্তি', 'কবিতা-সমাধি' এবং 'আশায়'-এর মতো কবিতাও তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে। 'মুক্তি' কবিতাটি নজরুলের প্রথম মুদ্রিত কবিতা। কবিতাটির নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং মুজফ্ফর আহমেদ। এটি ১৩২৬-এর শ্রাবণ সংখ্যায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। অবশেষে ৪৯ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্ট ভেঙে গেল। ১৯২০-এর প্রথমদিকে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সৈন্যবিভাগে থাকাকালীনই অসির সঙ্গে মসিচর্চায় তাঁর খ্যাতি কলকাতার সাহিত্যিকমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল । তাই কলকাতায় ফিরে এসে তাঁকে আর বেশি বেগ পেতে হয়নি । আশ্রয় নেন ৩২ নম্বর কলেজস্ট্রিটের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে ।

নজরুল কলকাতায় এসে তার অসমাপ্ত পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা' সমাপ্ত করে সমিতির পত্রিকাটিতে প্রকাশ করেন। এছাড়া তাতে বেরোয় 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবানী' ও 'মোহরম' প্রভৃতি কবিতা। এগুলি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমনকি, সত্য ও সুন্দরের উপাসক মোহিতলাল মজুমদার যিনি কিছুদিন পরে 'বিদ্রোহী' কবিতাকে কেন্দ্র করে কবির সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন, তিনিও নজরুলের প্রশংসা করে পত্রিকা দপ্তরে চিঠি পাঠান । এরপরেই বেজে ওঠে ১৩২৮-এর ২২ পৌষ তথা ১৯২২-এর ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় 'বিদ্রোহী' কবিতার রণ-ঝংকার 'বলবীর—/বল উন্নত মম শির!/শির নেহারি আমারি,নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !...'। এই একটিমাত্র কবিতা দিয়ে নজরুল বাংলাকে জয় করেন । এই কবিতাটি 'বিজলী'র পর একাধিক পত্রপত্রিকায় (যেমন, ১৩২৮-এর কার্তিকে 'মোসলেম ভারত পত্রিকা'য়, ১৩২৮-এর মাঘ সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে,১৩২৯-এর বৈশাখে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রভৃতি) প্রকাশিত হয়েছিল। শুধুমাত্র একটি কবিতাকে কেন্দ্রকরে এরকম গণোন্মাদনা এর আগে বাংলায় কখনওই দেখা যায়নি। কবিতাটির বিপুল জনপ্রিয়তার জন্যই নজরুল রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন । সেজন্য মোহিতলালের মতো শক্তিশালী কবিকেও কবিতাটির মৌলিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অস্বস্তিকর বিতর্কে সামিল হতে হয়েছে । যাইহোক, তারপরে নজরুল লেখেন তাঁর আরেকটি বিখ্যাত কবিতা 'কামালপাশা', 'মোসলেম ভারত পত্রিকা'র ১৩২৮-এর কার্তিক সংখ্যায় সেটি প্রকাশিত হয় । ইতিমধ্যে ১৯২০-তে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় ও সমগ্র দেশে তা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। নজরুল ইসলামও তা থেকে সরে দাঁড়াতে পারেননি । অনেক কবিতা রাজশক্তির বিরুদ্ধতা করে রচনা করেন যা ১৩২৯-এ(১৯২২) তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা'য় সংকলিত হয়। এতে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই একটিমাত্র কাব্যের মাধ্যমে

সেই সময়ের তরুণ

বিপ্লবীদের উৎসাহ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন নজরুল। এরপর দেশবাসীর প্রাণে নতুন উদ্দীপনা-উন্মাদনা সঞ্চারের জন্য কবি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা (সপ্তাহে দুই বার প্রকাশের কথা পত্রিকায় লেখা থাকত।) 'ধূমকেতু'র সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত আশীর্বাণী 'ধূমকেতু'র সূচনা পৃষ্ঠায় শোভা বর্ধন করে ১৯২২-এর ১২ আগস্ট তার যাত্রা শুরু হয়। আশীর্বাণীর মধ্যেই যেন পত্রিকাটির প্রভাব মূর্ত হয়ে ওঠে 'আয় চলে আয় রে, ধূমকেতু, / আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,/ দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে / উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন ! ....' 'ধূমকেতু'র প্রতি সংখ্যায় কবিগুরু আশীর্বাণীটি বড় করে ছাপানো হত। পত্রিকাটি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্যসব সাপ্তাহিক পত্রিকার চেয়েও সবচেয়ে বেশি বিক্রি হত 'ধূমকেতু'র। শুধু তাই নয়, অন্যসব পত্রিকাকেও ম্লান করে দিয়েছিল পত্রিকাটি। কবি তাঁর পত্রিকাটি সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকি তা সব দূর করতে ধূমকেতু হবে আগুনের সম্মার্জনী।' শুধু তাই নয়, 'ধূমকেতু'তেই নজরুল প্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন। কাজেই 'ধূমকেতু' ইংরেজ সরকারের বিষ নজরে পড়ে। কারণ নানা উত্তেজক রচনা এতে প্রকাশিত হচ্ছিল। তার উপর ১৯২২-এর ২৬ সেপ্টেম্বরে পূজা সংখ্যায় হৃদয়াগ্নি জ্বালানো কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয় 'আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্ত্তি আড়াল? / স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল। /দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি, / ভূ-ভারত আজ কশাইখানা, — আসবি কখন সর্ব্বনাশী ?...' এরূপ অগ্নিস্রাবী কবিতার জন্য নজরুলের ভাগ্যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। হলও তাই। পুলিশ কুমিল্লা থেকে নজরুলকে ১৯২২-এর ২৩ নভেম্বরে গ্রেফতার করে। 'ধূমকেতু'ও ধূমকেতুর মতো হারিয়ে যায়।

১৯২৩-এর ৭ জানুয়ারিতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কবি বলেন 'আমি কবি, আমি অপ্রকাশক সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য অমূর্ত্ত সৃষ্টিকে মূর্ত্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী । সে-বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হ'তে পারে, কিন্তু ন্যায়-বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়। সত্য-দ্রোহী নয়।' কিংবা, 'এই অন্যায় শাসন-ক্লিষ্ট বন্দী-সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি আজ রাজদ্রোহী?' বিচারে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে কবি একবছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেল ও শেষে বহরমপুর জেলে কবির কারাজীবন অতিবাহিত হয় । এই সময় (১৯২৩) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নজরুলের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি উৎসর্গ করেন এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে জেলে কবির কাছে তা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীকালে নজরুল 'বিশ্বকবিসম্রাট'কে তাঁর কবিতা-সংকলন 'সঞ্চিতা'(১৯২৮) উৎসর্গ করেন। যাঁর হৃদয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, তাঁকে থামায় সাধ্য কার ? নজরুল জেলখানায় থেকে মুখে মুখে গান রচনা করে চললেন। এতে রাজবন্দিরাও উৎসাহ ফিরে পেলেন। হুগলি জেলে থাকার সময় 'শিকল ভাঙার গান' ('বিষের বাঁশী'), 'ভাঙার গান', 'সুপার (জেলের) গান' প্রভৃতি রচনা করেন। নজরুল জেলখানার বন্দিদের নানাভাবে পীড়নের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করলে (১৯২৩-এর মে মাসে) দেশজুড়ে তার প্রতিক্রিয়া হয়। শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি জেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠালেন, 'Give up hunger strike– our literature claims you' । কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠান 'Addressee not found' । অবশেষে বহুজনের প্রচেষ্টায় নজরুল মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন যাঁকে সেই বিরজাসুন্দরীর হাতে লেবুর রস গ্রহণ করে নজরুল ৩৯ দিন পর অনশন প্রত্যাহার করে নেন। হুগলি জেল থেকে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর হয়ে অবশেষে সেখান থেকে ১৯২৪-এ কবি ছাড়া পান। সংসার জীবনে প্রবেশের (১৯২৪-এর ২৫ এপ্রিল প্রমীলা তথা আশালতা সেনগুপ্তর সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয়।) পর কয়েকবছর হুগলি ও কৃষ্ণনগরে থাকার সময় নজরুলের 'দোলন-চাঁপা' (১৯২৩),' 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'ছায়ানট' (১৯২৫) প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি ১৩৩২-এ(১৯২৫-এর ১৬ জুন) দেশবন্ধুর মৃত্যু হলে তাঁর সম্পর্কিত নানা কবিতা ও গানের সংকলন 'চিত্তনামা'(১৯২৫) প্রকাশ করেন। অন্যদিকে 'কল্লোল', 'আত্মশক্তি', 'লাঙল' ও 'গণবাণী' প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনা একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে।

কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন (১৯২৬-এর ২২ ও ২৩ মে) উপলক্ষে রচনা করেছিলেন তাঁর জনপ্রিয় কবিতা ও গান 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। আবার ১৯২৬-এর এপ্রিলে কলকাতায় সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লিখিত এই কবিতা ও গানটিতে কবি সম্প্রীতির বাণ হেনে বললেন 'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,/ কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ ! / 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন? / কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।' এই হল নজরুল যিনি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারেন, 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান / মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ !' আবার এই কৃষ্ণনগরে ছাত্রসম্মেলন উপলক্ষে তারুণ্যদীপ্ত কবিপ্রতিভা নজরুল লিখলেন নতুন উদ্দীপক গান 'ছাত্রদলের গান' । যুবকদের উৎসাহিত করেন 'চল চল চল' অনবদ্য কোরাস সঙ্গীত দিয়ে। কৃষ্ণনগর থেকে কবি আবার কলকাতায় আসেন। এই সময় 'সর্বহারা' (১৯২৬) ও 'ফণিমনসা'(১৯২৭) প্রভৃতি কাব্য রচিত হয়। কবির মধ্যে বিদ্রোহী সত্তা নিবিড়তা লাভ করলেও প্রকৃতিরাজ্যের অপরূপ সৌন্দর্যও তাকে মুগ্ধ করত। তার পরিচয় মেলে তাঁর 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৮) ও 'চক্রবাক' (১৯২৯) কাব্যের অনেক কবিতায়। এছাড়া কবি কালক্রমে যেসব কাব্য রচনা করেছেন, সেগুলি হল 'ঝিঙে ফুল' (১৯২৬), 'জিঞ্জীর' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), 'নির্ঝর' (১৯৩৯), 'নতুন চাঁদ' (১৯৪৫), 'মরু ভাস্কর' (১৯৫০) ও 'সঞ্চয়ন' (১৯৫৫) এবং 'ঝড়' (১৯৬০) প্রভৃতি। তাঁর অপ্রকাশিত কবিতা-সংকলন 'শেষ সওগাত' নামে ১৯৫৮-তে প্রকাশিত হয়।

নজরুল অনুবাদেও সামিল হয়েছিলেন। এই জাতীয় রচনার কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ্য যে, তিনিই প্রথম বাংলায় আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ করেন। মুজফ্ফর আহমদের অনুরোধে International সঙ্গীতকে তিনি অতিদ্রুত অনুবাদ করেন 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত' নামে এবং তাতে সুরারোপও করেন 'জাগো —/ জাগো অনশন-বন্দী, উঠরে যত / জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত।/ যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি/হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী, / নব জনম লভি অভিনব ধরণী/ওরে ওই আগত।...' তাছাড়া তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৩৪০), 'রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' (১৯৬০) ও 'আমপারা' (১৩৪০) প্রভৃতি অনুবাদের কথা উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে নজরুল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা মোহিতলাল মজুমদারের চেয়ে কোনো অংশে কম নন।

একথা স্মরণীয়, নজরুল বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই বিচরণ করেছেন। 'বাঁধন-হারা' (১৯২৭) ছাড়া 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০), 'কুহেলিকা'(১৯৩১) প্রভৃতি উপন্যাসে, 'ব্যথার দান' (১৯২২) 'রিক্তের বেদন (১৯২৪) ও 'শিউলিমালা' (১৯৩১) প্রভৃতি ছোটগল্পের বই-এ 'ঝিলিমিলি' (১৯৩১) নাটক ও 'আলেয়া' (১৯৩১) গীতিনাট্য গ্রন্থে বা 'যুগবাণী' (১৯২২), 'রুদ্র-মঙ্গল' (১৯২৬) ও 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬) প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে তার পরিচয় মেলে। তাছাড়া শিশুদের জন্য লিখিত তাঁর অমূল্য রচনা-সংকলন(নাটকের হলেও পরিশেষে কয়েকটি কবিতা) 'পুতুলের বিয়ে' (১৯৩৩) প্রশংসা অর্জন করে। অবশ্য সব শাখাতে বিচরণ করলেও কবিতা ও গানেই নজরুল ইসালাম বাংলার জনমানসে স্থায়ী আসন লাভ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশে নজরুলগীতি জায়গা করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলা গজল গানের সার্থক প্রবর্তক নজরুল বাংলায় সবচেয়ে বেশি গান রচনাও করেছেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার।

বিদ্রোহী কবির করুণ-বিধুর মর্মন্তুদ অন্তিম জীবনের রেখাচিত্র আঁকার পূর্বে তাঁর বিদ্রোহীসত্তার পরিচয় না দিলে নজরুলকে জানা আপাতভাবে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তার আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখেরা পরাধীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেও নজরুল তা সহজেই অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রথম নজরুল সমব্যথা ও সমানুভূতির সমন্বয়ে মানুষের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যা রবীন্দ্র সমসাময়িক কবিদের চেয়ে তাঁর স্বাতন্ত্রতাকে প্রকট করে তোলে। তাঁর লেখনী থেকে প্রতিবাদের বজ্রনির্ঘোষ বেরিয়ে এসেছিল অত্যন্ত সাবলীল ভাবে 'লাথি মার, ভাঙরে তালা!/ যত সব বন্দী-শালায় — / আগুন জ্বালা, / আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি!' ('ভাঙার গান') কিংবা, 'আমি জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন দেশ।/ এই দুলালাম বিজয় নিশান, মরতে আছি মরব শেষ', বা তার আগেই 'অগ্নিবীণা' কাব্যের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল্-বোশেখীর ঝড়। / তোরা সব জয়ধ্বনি কর! /তোরা সব জয়ধ্বনি কর!' সাম্যবাদী কবি নজরুল সাম্যের গান গাইতে গিয়ে কোনোরকম ছলনা বা কূটেষণার আশ্রয় নেননি, বরং সাধারণের কথাকে অসাধারণ কৃত্রিমতায় না মুড়ে সহজভাবে সোজা করে বলার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সর্বদা ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, তিনি সারাজীবন ধরে মানুষেরই জয়গান করে গেছেন। এজন্য তাঁর স্পষ্ট ভাষায় মানববন্দনার কথা সুবিদিত হয়েছিল। চণ্ডীদাসের নামে বহুল প্রচলিত কথা 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'-কে একটু অদলবদল করে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'মরুশিখা' কাব্যের 'দুঃখবাদী' কবিতায় লিখেছেন 'শুনহ মানুষ ভাই!/ সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই ।' আর নজরুল স্রষ্টার বিস্ময় সৃষ্টি মানুষকে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করে লিখেছেন 'গাহি সাম্যের গান—/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান' ('মানুষ') কিংবা, 'জাতের চেয়ে মানুষ সত্য, / অধিক সত্য প্রাণের টান, / প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।' ('সত্য-মন্ত্র')

নজরুলের শেষ জীবন বড়ই মর্মস্পর্শী। মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে তাঁর ট্রাজিক জীবনের । একে অভাব জর্জরিত সংসার, তার উপর ১৩৩৫-এ মায়ের মৃত্যুর দুবছর পরে তাঁর বছর চারেকের শিশুপুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যু (১৯৩০) কবিকে গভীরভাবে মর্মাহত করে তোলে। উদাসীন-আধ্যাত্মমুখী নজরুল এই সময় অশান্তির সংসারে দিন কাটাতেন। এরপর ১৩৪৭-এ তাঁর স্ত্রী প্রমীলার পক্ষাঘাত রোগ দেখা দেয়। এজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন নজরুল। তারপর ১৯৪২-এর ৯ জুলাই আকাশবাণীতে এক অনুষ্ঠানে যোগদিতে গিয়ে কবি অসুস্থ হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। আমৃত্যু কবি আর সুস্থজীবন ফিরে পাননি। লোকপ্রিয় কবি সম্বিত হারিয়ে বাকরুদ্ধ অবস্থায় জীবন্মৃত হয়ে ছিলেন দশকের পর দশক। তার উপর তাঁর আগেই তাঁর প্রমীলা ১৯৬২-এর ৩০ জুন তাঁকে ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দেন। ফলে কবির পক্ষে তাঁর জীবনটাই ভারী হয়ে ওঠে। অবশেষে বহু রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বঙ্গবন্ধু তথা বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আমন্ত্রণে কবি ঢাকায় চলে যান। ১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট নজরুলের জীবনাবসান হয় তাঁর প্রিয় শহর ঢাকায়। শেষ জীবনে কবিকে বাংলাদেশ শুধু আশ্রয়ই দেয়নি, জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে । এজন্য অন্নদাশঙ্কর রায় সবকিছু ভাগ হলেও নজরুলের ভাগ না হওয়ার কথায় অকপটে প্রকট করে তুলে ছড়া বেঁধেছেন 'ভুল হয়ে গেছে/বিলকুল/ আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো/নজরুল।' তাই মনে হয়, নজরুল হয়তো সশরীরে নেই, কিন্তু রয়ে গেছেন বাংলার জনমানসে, বাংলা সাহিত্যে। এখনও তাঁর বজ্রনিনাদ রণিত হয় 'আমি সেইদিন হব শান্ত, / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,/ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না —/ বিদ্রোহী রণক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত।' তাঁকে 'হুজুগের কবি' বা 'যুগোপযোগী কবি' কিংবা 'বয়স বাড়েনি' বলে তাঁর কবিসত্তাকে হেয় করার যতই প্রয়াস চলুক না কেন, তাঁর লোকপ্রিয়তা আজও অবিসংবাদিত। শুধুমাত্র শৈল্পিক কারুকার্যে ও কাব্যিক প্রকৌশলে সুস

খাদ্যে বিষক্রিয়ার অভিযোগ, পুজোর প্রসাদ খেয়ে অসুস্থ ৩০ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: পুজোর প্রসাদ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হল তিনজন শিশু-সহ ৩০ জন গ্রামবাসী। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গার পশ্চিম চ্যাংদানা গ্রামের বসাক পাড়ায়। এদের মধ্যে দুইজন শিশু ও ৮ জন মহিলা সহ মোট ১০ জন গ্রামবাসী স্থানীয় বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে গ্রামে মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, আশা কর্মী সহ সাত সদস্যের একটি মেডিক্যাল টিম অসুস্থদের চিকিৎসা করছেন।

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার বিকেল থেকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন দেগঙ্গার পশ্চিম চ্যাংদানা গ্রামের বসাক পাড়ায় এক ব্যক্তি তার বাড়িতে শনি পুজোর আয়োজন করেছিলেন। ওইদিন বিকেলে পুজোর প্রসাদ বিতরণ করা হয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দা অণু ঘোষ, জ্যোতি ঘোষ বলেন, কেউ বিকেলে, কেউ বা রাতে আমরা সেই প্রসাদ খেয়েছিলাম। রাত বারোটার পর থেকে অনেকেরই অসহ্য পেটের যন্ত্রণা এবং সেই সঙ্গে বমি ও পাতলা পায়খানা শুরু হয়। পরে জানা যায় যারাই এই প্রসাদ খেয়েছে তাদের প্রায় সকলেরই বমি, পায়খানা হচ্ছে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে। গ্রামবাসীদের দাবি শিশু মহিলা সহ ৩০ জন গ্রামবাসী অসুস্থ হয়ে পড়েন। রবিবার সকালে তাদেরকে বিশ্বনাথপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার পর অনেকেরই ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন তারা। এরপরেই সাত সদস্যের মেডিকেল টিম নিয়ে গ্রামে মেডিক্যাল ক্যাম্প করে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সমুদ্র সেনগুপ্ত বলেন খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই গ্রামবাসীরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখনো পর্যন্ত ৩০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে তিনি জানান। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কৃটি সাহা বলেন, ১০ জন বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি আছে। যদিও গ্রামবাসীদের দাবি, শিশু-সহ ১৫ জন গ্রামবাসী হাসপাতলে ভর্তি আছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দিলেন সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ভোট পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে কড়া বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'উত্তরপ্রদেশ ট্রিটমেন্ট হবে, পুরো এনকাউন্টার হবে'! পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে পঁচিশের বেশি আসন পেতে চলেছে বিজেপি বলেও জানান তিনি।

রবিবার বালুরঘাটে সাংবাদিক সম্মেলন করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, বুথ ফেরত সমীক্ষায় আমি খুব একটা বিশ্বাস করি না। বুথ লেভেলে আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করে আমি বলতে পারি। আমি রাজ্য সভাপতি হবার পরই বলেছিলাম এইবার ২৫ পার। এখন সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ২৫ এর বেশি আসন পাবে। তবে আমাদের টার্গেট ৩০।

পাশাপাশি, ভোট পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসা বসিরহাটে শুরু হয়ে গেছে। নদিয়াতে শুরু হয়ে গেছে, দক্ষিণ কলকাতাতেও আমাদের কর্মীদের মাথা ফাটানো, ধমকানো-চমকানো শুরু হয়েছে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস বুঝতে পেরে গেছে তাদের সময় আসন্ন! বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। আমি সেইসব গুন্ডা-মস্তানদের পরিষ্কার বলে দিতে চাই বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির কোনো নেতাকে ধরে বিজেপিতে আসলেও হবে না। বিজেপির ঝান্ডা ধরেও কিন্তু বাঁচতে পারবেন না। পুরো উত্তরপ্রদেশ ট্রিটমেন্ট হবে, পুরো এনকাউন্টার হবে!

বালুরঘাটে ভস্মীভূম ৩টি দোকান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট আগুনে পুড়ে গেল তিনটি দোকান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন ও পুলিশ। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে পুড়ে যায় দোকান ঘর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত পাগলিগঞ্জ এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে আগুন লেগে যায় পাগলিগঞ্জ এলাকার পরপর তিনটি দোকানে। আগুনে পুড়ে যাওয়া দোকানগুলির মধ্যে একটি কাপড়ের দোকান ও দুটি পাটের গোডাউন। কিভাবে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে। পুরো বিষয়টি খ তিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

এ বিষয়ে এক ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিক জানান, 'শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ বাজারে আগুন লাগার ঘটনাটি সামনে আসে। দ্রুত আমরা দমকলে খবর দিই। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সব মিলিয়ে ৬ থেকে ৭ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

রাজখোলা দরবারে পীর জামাল উদ্দিন সিদ্দিকীর ৪১তম মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া পাঁচলার রাজখোলা সিদ্দিকীয়া দরবার শরীফে রবিবার ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ফুরফুরা শরিফের মোজাদ্দেদে জামান আলা হজরত দাদা হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর বংশধর ও অন্যতম বিশিষ্ট খলিফা আলেমে দ্বিন হজরত শাহসূফী পীর আল্লামা মহাম্মদ জামালউদ্দিন সিদ্দিকী আল মুজাদ্দেদী (রহঃ) এঁর স্মরণে এই সভা পালিত হয়। ৪১ তম বাৎসরিক ঈসালে সাওয়াব ও দু-আর মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন পীর আলহ্বাজ মাওলানা মহীউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব। পীরজাদা হজরত মাওঃ- ত্বহা সিদ্দিকী সাহেব জনাব পীর হজরত মাওলানা সৈয়দ আলমগীর হোসাইন সাহেব পীর হজরত মাওঃ- বাহাউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব ও পীরজাদা হজরত মাওঃ সাওবান সিদ্দিকী আমন্ত্রিত ছিলেন। পরিচালনার ব্যবস্থাপনায় ছিল আল্লামা জামালউদ্দিন সিদ্দিকীয়া এডুকেশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। সভার আহ্বায়ক ছিলেন মহম্মদ নিজামউদ্দিন সিদ্দিকী। উসতাজুল আওলিয়া অল আসফিয়া হযরত পীর আল্লামা শাহসুফি তাজাম্মোল সিদ্দিকী হুজুরের বড় সাহেবজাদা ছিলেন পীর আল্লামা জামাল উদ্দিন সিদ্দিকী। সাধারণ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে প্রগাঢ় পন্ডিত ছিলেন পীর সাহেব। উপমহাদেশের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি রেখে গেছেন হাজার হাজার উপযুক্ত ছাত্র।

হস্টেলের আদিবাসী কেয়ারটেকারকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত নৈশরক্ষী

অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আদিবাসী হস্টেলের এক কেয়ারটেকার মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল নৈশরক্ষীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের হতেই অভিযুক্ত নৈশরক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তকে খাতড়া মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। বাঁকুড়ার খাতড়া আদিবাসী কলেজের এই ঘটনা জানাজানি হতেই অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে রবিবার সকাল থেকে কলেজের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন আদিবাসীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার খাতড়া আদিবাসী কলেজের গার্লস হস্টেলে দীর্ঘদিন ধরে কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করে আসছেন এক আদিবাসী মহিলা। শনিবার দুপুরে ওই মহিলা হস্টেলের বাথরুম থেকে স্নান করে বেরনোর সময় করিমুদ্দিন খান নামের হস্টেলেরই এক নৈশরক্ষী ফের তাঁকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। শনিবার নিগৃহীতা খাতড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তর কঠোর শাস্তির দাবিতে রবিবার সকাল থেকে বাঁকুড়া রানিবাঁধ রাজ্য সড়কের ওপর রাজাপাড়া মোড়ের কাছে পথ অবরোধ করেন স্থানীয় আদিবাসীরা। অভিযুক্তকে শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অবরোধকারীরা।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম অনুশিল্পী রতন কুমার সাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: শিল্পীর হাতের কাজের অবশেষে মিলল স্বীকৃতি। ছোটবেলা থেকেই শিল্পসত্তা নিয়ে বড় হয়ে ওঠা সীমান্ত এলাকার এই শিল্পীর হাতের কাজের অবশেষে মিলল স্বীকৃতি। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে উঠল মাইক্রো আর্ট অর্থাৎ অনুশিল্পী রতন কুমার সাহার নাম। বাগদা ব্লকের সিন্দ্রিনী এলাকার হরিনগর গ্রামের বাসিন্দা রতনবাবুর নাম ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে উঠতেই খুশির হাওয়া পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন ছোট ক্ষুদ্র জিনিসের ওপর নিজের হাতের শিল্পকর্মের দক্ষতা ফুটিয়ে তুলতেন শিল্পী রতন কুমার সাহা। এই ভাবেই কোনও সময় চকের ওপর নেতাজির মূর্তি, ডালের ওপর মনীষীদের ছবি, ডিমের গায়ে ১৬ হাজার শব্দ এমনকি এক টাকার ডাক টিকিটের ওপর রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কবিতা লিখে রীতিমতো সকলের নজর কেড়েছিলেন এই শিল্পী। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি মিলল প্রান্তিক এলাকার এই শিল্পীর শিল্প সৃষ্টিতে।

রতন বাবু সিন্দ্রানি নিবেদিতা শিশু বিদ্যাপীঠে বেসরকারি কাজে কর্মরত। স্ত্রী সন্তান নিয়ে কোনও রকমে চলে সংসার। বেসরকারি কাজের পাশাপাশি ড্রয়িং ক্লাস টিউশন করিয়ে ছেলেমেয়েদের বড় করছেন পাশাপাশি নিজের শিল্পকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অন শিল্পী রতন কুমার সাহা। আগামী দিনে আরও নতুন কিছু সৃষ্টি করে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করার ইচ্ছা থাকলেও, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর্থিক সামর্থ্য। তবু নিজের এই শিল্প সৃষ্টির কাজ দিয়েই একদিন দেশের মধ্যে নিজের নাম উজ্জ্বল করতে চান অনুশিল্পী রতন।

উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রামীণ চিকিৎসকের দেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পৌঁছল শান্তিপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পেশায় চিকিৎসক কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তীতে তাঁরই মৃতদেহ ময়নাতদন্ত না করে তা পাঠিয়ে সোজা বাড়িতে দেওয়া হল বলে অভিযোগ। আর এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য এবং হতবাক সকলকে। যথেষ্ট বেদনাদায়ক এবং অবাক করা ঘটনাটি নদিয়ার শান্তিপুর শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের নবীন পল্লির। সেখানকার বাসিন্দা গোপীনাথ টিকাদার ২৬ বছরের এক গ্রামীণ চিকিৎসক, প্রথমে দিল্লিতে কাজ করতেন তারপর উত্তরপ্রদেশের বড়লি উদয়পুরে চিকিৎসকের কাজ শুরু করেন এক নিকট আত্মীয়র সহযোগিতায়, যাঁর নার্সিংহোম সহ চিকিৎসা বিষয়ে দীর্ঘদিনের আধিপত্য দিল্লিতে এবং সেই সুবাদে উত্তরপ্রদেশেও।

শান্তিপুরের একই এলাকার অনুপ বিশ্বাসও সেখানে গোপীনাথের সঙ্গে থেকে ডাক্তারি শিখে গ্রামীণ চিকিৎসা করেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার রাতে কর্মস্থল থেকে তাঁরা একটি মোটরসাইকেলে করে বাড়িতে ফিরছিলেন, তখন পথে একটি গোরুকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে পড়েন এবং নীল রঙের একটি বাস তাঁদের দু'জনকেই পিষে দিয়ে যায়। এর মধ্যে গোপীনাথ মারা যায় ঘটনাস্থলেই। অনুপ বিশ্বাসকে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে রাখা হয় এবং অনুপবাবুর কাছ থেকে ফোন নম্বর জোগাড় করে পরের দিন সকাল ভোর পাঁচটা নাগাদ গোপীনাথবাবুর বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় মৃত্যুর কথা। দিল্লি নিবাসী চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত নিকট আত্মীয় পৌঁছন ওই নার্সিংহোমে। তিনি শান্তিপুরে মৃতদেহ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। অভিযোগ, দুর্ঘটনায় মৃত্যু বলে ডাক্তারি সার্টিফিকেট পাঠালেও, ময়নাতদন্ত হয়নি সেখানে।

দূরের পথ অনেক সময় লাগবে তাই পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ সেখানে না গেলেও মৃতদেহ আজ দুপুরে এসে পৌঁছায়।

মৃতদেহ নিয়ে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পরিবারবর্গ উপস্থিত হয়ে ময়নাতদন্ত করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ময়নাতদন্ত থানার দায়িত্বে এক্ষেত্রে যেহেতু উত্তরপ্রদেশের মারা গেছে সেখানকার থানা এই দায়িত্ব নিতে পারে তবে শান্তিপুর থানায় এ ব্যাপারে অন্য কোন উপায় জানা থাকলে বলবে তবে শান্তিপুর হাসপাতাল কোনভাবেই এটা করতে পারে না। পরিবারের সমস্যা মেটাতে হাসপাতালে আসে বাইশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বুলা খাতুন কারিকর। তিনি ও তার উচ্চ নেতৃত্ব কে জানান বিষয়টি। শান্তিপুর জেনারেল হাসপাতাল মৃতদেহ দেখার ভিত্তিতে শান্তিপুর থানাকে রিকুইজিশন দেয় ময়না তদন্তের। যদিও ডেথ সার্টিফিকেট উত্তরপ্রদেশের ই কোন এক ডাক্তারের থাকলো।

এইমস চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা গ্রেপ্তার মহিলা সহ ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কল্যাণী এইমস হাসপাতালে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার দায়ে এক মহিলা সহ আরও দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম, সুব্রত ব্যানার্জি, রিপ বল্লভ কর ও মৌসুমী দেবনাথ। এদের মধ্যে মৌসুমী দেবনাথ ও রিপ বল্লভ কর নদিয়ার হরিণঘাটার বাসিন্দা। অন্যজন সুব্রত ব্যানার্জি শিমুরালি এলাকায় থাকে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে এইমস হাসপাতালের ভেতর থেকে এই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে গয়েশপুর থানার পুলিশ। এইমস হাসপাতালে চাকরি করে দেওয়ার নাম করে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ ছিল ওই তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ধৃতদের রবিবার আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। মিথ্যে চাকরি দেওয়া এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও বড় মাথা জড়িয়ে আছে কিনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সমস্যা মিটল শিলিগুড়িতে, পানীয় জল সরবরাহ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: অবশেষে জলসঙ্কট মিটল শিলিগুড়ির পুর এলাকায়। মেয়র গৌতম দেবের ঘোষণা মতোই ২ জুন অর্থাৎ রবিবার বিকেল থেকে পানীয় জল সরবরাহ শুরু করেছে পুরসভা। পানীয় জল সরবরাহ শুরু হতেই খুশি আমজনতা। রবিবার পুরসভার কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন গৌতম দেব। সেখানে জলের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে শহরকে ঘিরে থাকা নদীগুলিকে দূষণমুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানান মেয়র। তাঁর দাবি, সঙ্কটের সময় মহানন্দার জলকে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলেও, তা মাঝপথেই থমকে যায়। তার অন্যতম কারণ নদী দূষণ। কাজেই শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী, সাহু নদীকেও দূষণমুক্ত করা হবে। মেয়র বলেন, 'এই জলসঙ্কটের জন্য মানুষের কষ্টের দায় আমরা নিচ্ছি।'

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়া। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কসবা এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, মৃত ওই ছাত্রের নাম অজিত মণ্ডল (১৯)। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানীয় একটি কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগেই এদিন বাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকেরা। তবে কি কারণে এই আত্মহত্যা তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পরিবারের লোকেরা। অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে তপন থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে তপন থানার পুলিশের তরফে।

পায়েলকে সংবর্ধনা দিলেন বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও চরম আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও এবছর উচ্চমাধ্যমিকে নজরকাড়া ফল করেছে পায়েল পাল। রবিবার পায়েলের বাড়িতে গিয়ে তাকে সংবর্ধনা দিলেন বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক। পায়েলের আগামী দিনে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে কোনও রকম সমস্যা যাতে না হয় তার জন্য দিয়েছেন সহযোগিতার আশ্বাস। জানা গিয়েছে, এদিন পায়েলের বাড়িতে যান বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অশোক কুমার লাহিড়ি। পায়েলের হাতে মিষ্টির প্যাকেট ও ফুলের তোরা তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি আগামী দিনে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে পায়েলের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য তার পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া এলাকার বাসিন্দা পায়েল বিশেষভাবে সক্ষম।

চলাচলের ক্ষেত্রে মা-বাবার ওপর নির্ভর করতে হয় তাঁকে। মায়ের কোলে চেপে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল সে। কোমর থেকে নিচের অংশেই মূল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে পায়েলের। প্রায় ৮০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতা নিয়েই এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৬০ নম্বর পেয়েছে পায়েল। গড়ে প্রায় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়েছে সে। ভূগোল নিয়ে স্নাতকস্তরে পড়াশোনা করতে চায় পায়েল এবং ভবিষ্যতে ব্যাংকে চাকরি করতে চায় সে। তবে তার বাবা-মা এই সাফল্যে খুশি হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার কিভাবে বহন করবেন এবং কলেজে যাতায়াত নিয়েও বেশ চিন্তায় রয়েছেন।

এ বিষয়ে পায়েলের বাবা জানান, 'সেলাইয়ের কাজের পাশাপাশি কৃষিকাজ করি। মেয়ের এই ফলাফলে আমি খুব খুশি। আগামীতে উচ্চশিক্ষায় সরকারি সাহায্য পেলে খুবই ভালো হয়।'

এ বিষয়ে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর অশোক কুমার লাহিড়ি জানান, 'পায়েলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছি। আগামী দিনে সে কি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সেই বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। অর্থ অভাবে ভবিষ্যতে যাতে তাঁর পড়াশোনা বন্ধ না হয়ে যায়, সেই বিষয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করা হবে।'

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ইন্টারস্টেট ইক্যুইপমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.
রেজিস্টার্ড অফিস ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ৩০ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

ইন্টারস্টেট ইক্যুইপমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.
ঠিকানা - ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭

ইন্টারস্টেট ইক্যুইপমেন্ট (ইন্ডিয়া) প্রা. লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
চেতন বদেরা
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৭৪৯২৬৪২

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ফর্ম আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ইন্টারস্টেট ডেভলপমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭ সম্পর্কিত
... দরখাস্তকারী

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ৩০ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

ইন্টারস্টেট ডেভলপমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি প্রা. লি.
ঠিকানা - ৬/৭এ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭

ইন্টারস্টেট ডেভলপমেন্ট ডিজাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালট্যান্সি প্রা. লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
চেতন বদেরা
(ডিরেক্টর)
ডিন-০৭৪৯২৬৪২

তারিখ : ০৩.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
প্রথম তল, পিন - ৭১৩ ৩০৪
ই-মেইল: apcargarden.asansol@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]

**সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এমডিও প্রজেক্ট চালুর দাবিতে আন্দোলন কিছু জমিদাতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: এলাকায় নানান সমস্যার কারণে চলতি মাসের ১ তারিখ ইসিএলের পড়াশিয়ার এমডিও প্রজেক্ট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ এবং এক তারিখ থেকেই শুরু হয় প্রজেক্ট থেকে ভারী ভারী মেশিন তুলে নেওয়ার প্রক্রিয়া। ফলে ইসিএলের যেমন কয়লা উৎপাদনের হাজার হাজার টাকার ক্ষতির মুখে পড়তে হত পাশাপাশি এলাকার বহু জমিদাতা, জমির বিনিময়ে চাকরি এবং এলাকায় বহু বেকার সমস্যার সমাধান হত। প্রজেক্ট বন্ধ হলে এই সমস্ত সমস্যায় পড়বেন স্থানীয় বাসিন্দারা তথা জমিদাতারা।

তাই প্রজেক্ট বন্ধ হওয়ার কথা শুনেই রবিবার স্থানীয় জমির মালিকরা বিক্ষোভ দেখান এবং এমডিও প্রকল্প থেকে মেশিনগুলি তুলে নিয়ে যেতে বাধা দেন। আন্দোলনকারীরা জানান, যে কোনও মূল্যে প্রকল্পের কাজ বন্ধ হতে দেওয়া হবে না। স্থানীয় বাসিন্দা তথা জমিদাতা নয়ন গোপ ও মিলন ঘোষরা দাবি করেন, ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রকল্পটি বন্ধের বিষয়ে এলাকায় বিভ্রান্তিকর খবর ছড়ানো হচ্ছে। এলাকার জমিদাতাদের অভিযোগ, এই এলাকায় শাসকদলের মন্ত্রী দ্বারা পুষ্ট কিছু ব্যক্তির নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আজ এই প্রজেক্টটি বন্ধের পথে। তাঁরা চান না এলাকার স্থানীয় বেকার যুবকরা কাজ পান, এলাকায় উন্নয়ন হোক।

এ বিষয়ে স্থানীয় আদিবাসী নেতা ভরত মাড্ডির দাবি, তিনি চান না এখানে এমডিও প্রজেক্ট বন্ধ হোক। কালাচান প্রকল্পটি চলুক তাতে যেমন এলাকায় বেকার সমস্যার সমাধান হবে, পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন হবে। কিন্তু এখানে মানুষ ষড়যন্ত্রে করে প্রজেক্টটি বন্ধ করার চেষ্টা করছে। রবিবার এবং আগামিকাল এই খনির কর্মকর্তারা কখন আসবেন, তাঁদের সঙ্গে বসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান।

এই প্রকল্পের জমিদাতা মিলন কুমার ঘোষ নামে এক ব্যক্তি জানান, শনিবারও এখান থেকে দু'টি মেশিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এদিনও কিছু মেশিন সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও স্থানীয় লোকজন বাধা দেন। গ্রামবাসী তথা এলাকার জমিদাতারা এই প্রকল্প বন্ধ হতে দেবেন না বলেও দাবি করেন। অভিযোগ করেন, কেউ কেউ সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এই প্রকল্প এখানে চালাতে চান না।

অপরদিকে যাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সেই তরুণকান্তি ঘোষ দাবি করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে যে চাদাবাজির অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভুল। ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের জন্য যাঁরা এ ধরনের অভিযোগ করছেন, তাঁরা কিছুই করেননি। তাঁরা ২০১৯ সালে এমডিওকে কোনও জমি দেননি। বরং তাঁরাই ২০১৯ সালে এমডিওকে ১৫০ বিঘা জমি দিয়েছিলেন। তারা এই প্রকল্পটি এখানে শুরু করতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁরা রেজিস্ট্রেশনের আগেই কোম্পানিকে এখানে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে বলে দাবি করেন।

তাঁর দাবি, জমি রেজিস্ট্রি করার আগে এখানে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। এই তিন কোম্পানির মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে স্থানীয় লোকজনের দাবি, স্থানীয়দের কাজ দিতে হবে, কিন্তু শুধুমাত্র পাঁচজন স্থানীয় লোককে কাজ দেয় কোম্পানি। যদিও তাঁরা তাঁদের জয়েনিং লেটার দেবে না বলে জানায়। এখানে কর্মরত ব্যক্তিদের জয়েনিং লেটার না দিলে ভবিষ্যতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তাদের দায়িত্ব কে নেবে? উলটে তিনি অভিযোগ করেন যে, এখানে একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে যারা প্রতি মাসে কয়েক লাখ টাকা নেয়।

পাশাপাশি প্রজেক্টের জন্য জমি দিয়েছেন এমন জমিদাতারা দাবি করেন, 'যে কোনও মূল্যে এখানের এই প্রজেক্ট বন্ধ হতে দেব না। প্রয়োজনে প্রজেক্ট চালুর দাবিতে এখানে আন্দোলনে নামব।' হাজার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট ঘিরে এলাকায় দু'-তিনটি গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কারণে প্রজেক্টের পাশাপাশি এলাকার বহু মানুষের ও এলাকার উন্নয়ন অন্ধকারের মুখে বলে দাবি।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় আতঙ্কিত আরামবাগের তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভারতের লোকসভা নির্বাচনে শনিবার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বুথ ফেরত জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হতে শুরু করে। বুথ ফেরত সমীক্ষায় আরামবাগ লোকসভায় বিজেপি জিতছে বলে জানা যায়। এই বুথ ফেরত সমীক্ষা দেখে চক্ষু চড়কগাছ তৃণমূল নেতাদের। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ তৃণমূল নেতৃত্বের হৃদয় কম্পন বেড়ে গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তৃণমূল নেতার দাবি, গ্রামের বহু তৃণমূল নেতা আতঙ্কিত হয়ে আরামবাগ শহরে ঘর খুঁজতে শুরু করেছে। এমনকী তারা আতঙ্কিত হয়ে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই অনেক তৃণমূল নেতৃত্ব আরামবাগ শহরে চলে এসেছে। তারা আত্মীয় কিংবা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীর বাড়িতে রয়েছেন। প্রসঙ্গত, ভোটের দিন আরামবাগ লোকসভার বেশ কয়েকটি জায়গায় তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগ বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। এমনকী তৃণমূল আরামবাগ লোকসভার বহু বুথে এজেন্ট দিতে পারেনি। তাই ভোটের দিন থেকেই প্রহর গোনা শুরু করেছিল তৃণমূল নেতারা। বুথ

ফেরত সমীক্ষা সেই আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দেয়। যদিও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের দাবি, বুথ ফেরত সমীক্ষায় কিছু প্রভাব পড়বে না। আরামবাগের মানুষ দিদির উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছে। আতঙ্কের কিছু নেই। আরামবাগ লোকসভায় তৃণমূল জিতছে। যদিও অনেকের মতে, এসব জরিপের ফলাফল অনেক সময় উল্টে যেতে দেখা যায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির এই দেশে, নির্বাচনের ফল সম্পর্কে আগাম ধারণা করা বেশ কঠিন। রবিবার ভারতের নামী চারটি গণমাধ্যমের বুথ ফেরত জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, নরেন্দ্র মোদির বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট লোকসভার ৩৫০টিরও বেশি আসনে জয় পেতে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসছেন নরেন্দ্র মোদি। এই বুথ ফেরত সমীক্ষা দেখে বিজেপি নেতৃত্বের মুখে হাসি ফুটেছে। বিশেষ করে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতাদের শরীরি ভাষা বদলে গেছে। তবে নেতারা একেবারে শান্ত। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, বুথ ফেরত সমীক্ষা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। তবে শেষ পযন্ত জেতার সার্টিফিকেট হাতে পেতে হবে। সবমিলিয়ে বুথ ফেরত সমীক্ষা হতেই আরামবাগ মহকুমা জুড়ে তৃণমূলের অন্দরমহলে হতাশা ও আতঙ্কের পরিবেশ।

টেনশন কাটাতে আড্ডা-গল্প আর ফোনে সময় কাটাচ্ছেন সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: টেনশন কাটাতে আড্ডা গল্প আর ফোনে ফোনে সময় কাটাচ্ছেন বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে দু'বার জয় ছিনিয়েছে বিজেপির সৌমিত্র খাঁ। এবারের ভোট যুদ্ধে তৃতীয়বার। হ্যাট্রিকের দৌড়ে লড়াই প্রাক্তন স্ত্রী তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সঙ্গে। জিতব, জিতছি আশাবাদী সৌমিত্র খাঁ।

আড্ডা, দলের কর্মীদের সঙ্গে সময় কাটানো, এইসবের মধ্য দিয়ে টেনশন কাটাতে চাইছেন বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে ২০১৪ সালে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে পদ্ম শিবিরে যোগ দেন সৌমিত্র খাঁ। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়ে ভোট ময়দানে সামিল হলেও কোর্টের রায়ে প্রচার করতে পারেননি সৌমিত্র খাঁ। সেই সময় সৌমিত্র খাঁর প্রচারে সাড়া জাগিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী সুজাতা। সুজাতার প্রচারে সৌমিত্র বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এবারও বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। তবে এবার সেই সুজাতাই তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী আর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী। দু'জনের সাংসারিক বিচ্ছেদ হওয়ার পর ভোট যুদ্ধে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রীর ভোট যুদ্ধ একেবারেই জমজমাট। প্রচারের শুরু থেকে নজরকাড়া। শীর্ষ নেতৃত্বকে প্রচারে পেয়ে বেশ আলোড়ন ফেলে দিয়েছে সৌমিত্র খাঁ। ভোটের প্রচারে নানান চমক দিলেও ভোটের দিন একেবারেই রিলাক্স মুডে হোটেলে কাটিয়েছেন সৌমিত্র খাঁ। ভোটের দিন বিষ্ণুপুর শহরের হোটেলে থেকে ওয়ার রুম থেকেই ভোটের যাবতীয় বিষয় খতিয়ে দেখার কাজের চাপে নিজের ভোট দিতেও যেতে পারেননি তিনি।

ভোট পর্ব শেষ এবার অপেক্ষা ফলাফলের। এই সময় কী ভাবে কাটাচ্ছেন সৌমিত্র খাঁ। বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থীর দাবি, টেনশন কাটাতে আড্ডা দিচ্ছেন, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন, গল্প করছেন এইভাবেই এখন সময় কাটাচ্ছেন তিনি। তিনি জিতবেন তিনি জিতছেন এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাঁর।

উল্লেখ্য, বিষ্ণুপুর লোকসভার ভোট পর্ব শেষ হওয়ার পরে স্ট্রং রুমে সামাজিক মাধ্যমে পুলিশকে গালি দিয়ে ইভিএম লুঠের অভিযোগ করতে দেখা গিয়েছে বিজেপির সৌমিত্র খাঁকে। একেবারেই রণংদেহী মূর্তিতে এই ছবি দেখেছেন সকলে। যদিও সৌমিত্র খাঁর এই অভিযোগ ঠিক নয়, বিভ্রান্তমূলক বলেও এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করে বাঁকুড়া প্রশাসন ও পুলিশ। সৌমিত্র খাঁর এই আচরণ কেন? অনেকের মতে, মানুষের রায় তার পক্ষে নেই তাই তিনি এমন আচরণ করছেন। তবে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ এমন হুঁশিয়ারি, অশ্লীল ভাষা,খারাপ আচরণ ভোটের প্রচার পর্বেও দেখা গিয়েছে। এখন বিষ্ণুপুর লোকসভার মানুষ তাদের রায় দান করেছেন কার পক্ষে এই রায়, কে বিষ্ণুপুর থেকে জয় ছিনিয়ে নেবেন, তা অবশ্য সময় বলবে।

হরিনাম সংকীর্তনে বচসা, হাতাহাতিতে রাজনীতির রং!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গ্রামের হরিনাম সংকীর্তন চলাকালীন সামান্য বচসা থেকে হাতাহাতির অভিযোগ, তাতে লাগল রাজনীতির রং। আহত উভয়পক্ষের বেশ কয়েকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

উল্লেখ্য, গ্রামের মধ্যে এভাবে ঝামেলা হচ্ছে শুনে, তা মেটাতে ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপির চার কর্মী, অভিযোগ অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতে ব্যাপক মারধর করা হয় তাঁদের। অভিযোগের আঙুল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। ভিত্তিহীন অভিযোগ পালটা দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। বাদ্যকর পাড়ার বাসিন্দাদের দাবি, যেহেতু তারা তৃণমূল দলের সঙ্গে যুক্ত সেই কারণেই বিজেপির কর্মী সমর্থক বাউরি পাড়ার লোকেরা তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। অভিযোগ পালটা অভিযোগে উত্তপ্ত পাণ্ডবেশ্বরের সোনপুর বাজারি গ্রাম। শনিবারের ঘটনার জেরে রবিবারেও থমথমে গোটা এলাকা।

ভোট মিটতে না মিটতেই উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরের পাণ্ডবেশ্বরে। গুরুতর আহত অবস্থায় চার বিজেপি কর্মীকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার রাতে পাণ্ডবেশ্বরে বাজারি শোনপুর এলাকায় ২৪ প্রহরের (হরিনাম সংকীর্তনের) অনুষ্ঠান ছিল, বিজেপি কর্মী তথা গ্রামবাসী বিনোদ বাউরির দাবি, গ্রামে সামান্য অশান্তি তৈরি হয় বাদ্যকর ও বাউরি পাড়ার মধ্যে, সামান্য এই বচসা শেষমেশ রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দুই পাড়ার মধ্যে শুরু হয় ইট বৃষ্টি।

অভিযোগ, গ্রামের ঝামেলা পুলিশের মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য চার বিজেপি কর্মী ঘটনাস্থলে গেলে, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের ওপর চড়াও হয় লাঠিসোটা নিয়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ তাঁদেরকে নিয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে আসে। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন। সেই মুহূর্তে পুলিশের হস্তক্ষেপেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

অন্যদিকে এলাকাবাসী তথা বাদ্যকর পাড়ার বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত বাপ্পা বাদ্যকরের দাবি, বাউরি পাড়ার লোকেরা নামকীর্তন অনুষ্ঠানে এসে অযথা ঝামেলা পাকালে অশান্তির সূত্রপাত হয়। এরপরই বাউরি পাড়ার লোকেরাই উলটে বাদ্যকর পাড়ার লোকেদের ওপর হামলা চালান। যদিও এই ব্যাপারে কোনও পক্ষই এখনও পর্যন্ত থানায় লিখিত আকারে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন ভূমিপত্র অধিকার মঞ্চের জেলা সভাপতি নিতাই বাউরি, তিনি এলাকায় শান্তির বার্তা দেন, পাশাপাশি তিনি জানান, এটা কোনও রাজনৈতিক ঝামেলা নয়। দুই পাড়ার মধ্যে সামান্য বচসা তার থেকে হাতাহাতি। এই ঘটনায় যারাই দোষী পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এটাই পুলিশের কাছে তাঁদের আবেদন বলে জানান তিনি।

রানাঘাটে প্রহৃত সিপিআইএম কর্মী, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: রানাঘাটের সামাজিক ন্যায় মঞ্চের সক্রিয় সদস্য এবং সিপিআইএম পার্টির বহুদিনের কর্মীকে মারধরের ঘটনা ঘটল রানাঘাটে। এই ঘটনায় অভিযোগের তির উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই। সূত্রে খবর, রানাঘাটের বহুদিনের পুরনো কর্মী হিসেবে পরিচিত অপূর্ব মজুমদার। রবিবার সকালে তিনি রানাঘাটেরই মাটিকুমড়া বাজারে যান। তখনই তাঁর ওপর চড়াও হয় এলাকার পাঁচ-ছয় তৃণণূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। এরপর সেখানেই তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। তবে এলাকার বাসিন্দারাই তাঁকে কোনওরকমে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। এই মারধরের ঘটনায় অপূর্ববাবু এতটাই আহত হন যে তাঁকে স্থানীয় আনুলিয়া হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

এই ঘটনায় অপূর্ববাবুর মেয়ে কনীনিকা মজুমদার জানান, বাবা রানাঘাটের সামাজিক ন্যায় মঞ্চের সক্রিয় সদস্য এবং সিপিআইএম পার্টির বহুদিনের কর্মী। বেশ কিছুকাল ধরেই তৃণমূলের তরফ থেকে নানা ধরনের হুমকির ঘটনা আসছিল। এরপর বিনা কারণেই রবিবার তাঁর ওপর চড়াও হয় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। এরপর শারীরিক নিগ্রহও করা হয়। যার জেরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আপপত তিনি হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। সমগ্র ঘটনার ওপর নজর রাখছেন পার্টির নেতা অলোকেশ দাস সহ অন্যান্যরাও। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে এই ঘটনায় অভিযোগ জানানো হয়েছে পুলিশে।

শীতলাতলায় শতাব্দী প্রাচীন কালীপুজোয় ভক্তের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: হুগলির উত্তরপাড়া পুরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে মাখলা শীতলাতলার চ্যাটার্জি পাড়ায় জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শনিবার সারারাত ধরে কালীপুজো হল। জানা গেল এই পুজো শতাব্দীরও বেশি প্রাচীন প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও ধুমধামের সঙ্গে কালীপুজো হল, প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। কালীমন্দির সুন্দর ভাবে আলোকসজ্জায় সাজানো হয়। মন্দিরে কালীপুজোয় উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলর তথা উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মানসী সিংহ, সমাজসেবী মানিক সিংহ সহ বিশিষ্টরা। সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ জানালেন, 'এই কালীপুজো ১০০ বছরেরও প্রাচীন আমরা তখন অনেক ছোট তখন মায়ের পুজো হত খুব সাধারণ ভাবে তখন এত কিছু ছিল না মন্দির তখন হয়নি। আগের দিন জল ঢালা হয়।

দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন। আশা করি আগামী দিনে আরও ভালো হবে এই পুজো মায়ের কাছে তাই প্রার্থনা।' তিনি সবার মঙ্গল করুন এই পুজোর পরিচালনায় শীতলা মন্দির কমিটি ও স্থানীয় যুবক বৃন্দ।

রেলগেট পেরতে ট্রেনের ধাক্কায় আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অন্যমনস্কতায় রেলগেট পেরতে গিয়ে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। স্থানীয়রাই গুরুতর আহত ব্যক্তিকে সেখান থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা রামচরণ কুমার জানান, পড়াশকোল কোলিয়ারির একটু দূরে রয়েছে একটি গার্ডবিহীন রেল ফাটক। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ এক ব্যক্তি অন্যমনস্ক ভাবে রেল ফাটক পার হতে গেলে, ঠিক সেই মুহূর্তেই ওই লাইনের ওপর চলে আসে একটা ট্রেন, সৌভাগ্যবশত ট্রেনের সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা না হলেও চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সামান্য ঝটকা পায় ব্যক্তিটি। ঘটনাস্থলে গুরুতর আহত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায় ওই ব্যক্তি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্যক্তিটি পড়াশকোল ইস্ট কোলিয়ারিতে কর্মরত, ব্যক্তির নাম রাম বিলাস সিং। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই গুরুতর আহত ব্যক্তিকে তুলে অ্যাম্বুল্যান্সে করে দুর্গাপুরের একটা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেছে বলে জানা যায়।

কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারের মরদেহ থানায় না আনায় উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সিভিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু বিতর্ক। উত্তরপাড়া থানার সিভিক ভলান্টিয়ার কর্তব্যরত অবস্থায় থানায় অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রথমে উত্তরপাড়া হাসপাতাল পরে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয়

তাঁর। কিন্তু শেষবেলায় উত্তরপাড়া থানায় তাঁর মরদেহ না নিয়ে আসায় উঠছে প্রশ্ন। যে কর্মী থানায় মুন্সি পদে দীর্ঘদিন কাজ করলেন কেনই বা তাঁর মরদেহ থানায় নিয়ে আসা হল না, এই নিয়ে প্রশ্ন তুললো বিজেপি নেতৃত্ব। এই নিয়ে বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য পঙ্কজ রাই বলেন, 'একজন সিভিককে যে থানা ন্যূনতম সম্মান জানাতে না পারে, তাদের থেকে কী বা আশা করা যায়, আমরা রাত ন'টা থেকে থানার বাইরে অপেক্ষা করছিলাম, ওঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে কিন্তু পুলিশ থানায় মরদেহ না নিয়ে সোজা শ্মশানে নিয়ে চলে গেল, এই নিয়ে আমরা ঠিক জায়গায় অভিযোগ জানাব।'

ছত্রিশগড় থেকে এক মোবাইল চোরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: গত ১৭ এপ্রিল রাতে হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বাগনান স্টেশন রোডে একটি মোবাইল দোকান থেকে চল্লিশটি মোবাইল চুরি যাওয়ার ঘটনায় তীব্র চঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। অবশেষে মোবাইল চোরকে গ্রেপ্তার করল বাগনান থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার ছত্রিশগড় থেকে ইয়ড় রাম প্যাটেল ওরফে দীনেশ প্যাটেল নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনার তদন্ত করতে নেমে পুলিশ প্রথমে ওই দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পরে ছত্রিশগড় এবং ওডিশার বিভিন্ন থানা এলাকা তল্লাশি চালায় এবং ছত্রিশগড়ের একটি গ্রাম থেকে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে ও ১৪ টি মোবাইল উদ্ধার করে। বাকি মোবাইলের জন্য ওই যুবককে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক ওডিশা, ছত্রিশগড় এমনকী এ রাজের খড়গপুরের বিভিন্ন থানা এলাকায় মোবাইল চুরি করত বলে স্বীকার করেছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করে প্রথমে উলুবেড়িয়ার এসডিপিও সিদ্ধার্থ ধোপলা এবং বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে একটি স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ তৈরি করা হয়। স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ তল্লাশি চালিয়ে এবং তদন্তে নেমে এই সাফল্য পায় বলে জানা গিয়েছে।

গ্রেপ্তার দুই আইএসএফ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: শেষ দফার ভোটে অশোকনগরে গণ্ডগোলের অভিযোগের গ্রেপ্তার দুই আইএসএফ কর্মী। ভোটের দিন গোলমালের ঘটনায় দুই আইএসএফ সমর্থককে গ্রেপ্তার করল অশোকনগর থানা পুলিশ। ধৃতদের এদিন পাঠানো হল বারাসত আদালতে। সপ্তম দফা অর্থাৎ শেষ দফার ভোটের দিন গণ্ডগোল হয় অশোকনগরের তালডাঙা এলাকায় পুলিশ আলাউদ্দিন মণ্ডল ও আসিরউদ্দিন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে।

নারী সুরক্ষা ও জল অপচয়ের বার্তা নিয়ে পায়ে হেঁটে লাদাখ যাত্রা যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নারী সুরক্ষা ও জল অপচয়ের বার্তা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন বছর একুশের যুবক। পায়ে হেঁটে লাদাখের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন তিনি। হুগলি জেলার ডানকুনির যুবক অরিজিৎ সেই সংকল্প নিয়েই পাড়ি দিয়েছেন। রবিবার তাকে আরামবাগে দেখতে পাওয়া যায়। তার যাত্রা পথ যাতে শুভ হয় সেই বিষয়ে আরামবাগবাসী শুভেচ্ছা জানায়।

মনের ইচ্ছাশক্তি ও নিজের স্বপ্নপূরণ করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সে ২৪৬২ কিমি পথ হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাবে সে। জানা গিয়েছে, ডানকুনির রামকৃষ্ণ বাটির বাসিন্দা অরিজিৎ চক্রবর্তী লাদাখের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ১ জুন শনিবার। রবিবার সকালে এসে পৌঁছয় আরামবাগে। সে বিকম প্রথম বর্ষের পড়ুয়া। এই যাত্রায় সবার অনুমতি থাকলেও বাবা কিছুটা চিন্তিত, তবে ছেলেকে যেতে বাধা দেয়নি। অরিজিৎ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আরামবাগ থেকে হেঁটে ২০২২ সালে লাদাখ গিয়েছিল প্রদীপ মণ্ডল, তার বাড়ি আরামবাগেই। তাঁর থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই লাদাখ যাওয়া। বাড়িতে রয়েছে বাবা-মা সহ আত্মীয়রা। পড়াশোনা করছেন, উত্তর পাড়ার রাজা প্যারিমোহন কলেজে। তবে এদিন অরিজিৎ আরামবাগের দৌলতপুর সংলগ্ন এলাকায় একটি রেস্তারাঁয় এসে বিশ্রাম নেয়। সেখানেই দেখা হয় ২০২২ এর লাদাখ জয়ী প্রদীপ মণ্ডলের সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ অরিজিৎ ও প্রদীপের মধ্যে কথোপকথন হয় লাদাখ যাত্রা নিয়ে। তবে ২১ বছরের যুবকের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে আরামবাগবাসী। সবমিলিয়ে এখন দেখার কতদিনে লাদাখ পৌঁছয় অরিজিৎ।

এক্সিট পোল নয়, মোদি পোল', বুথফেরত সমীক্ষা ওড়ালেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২ জুন: প্রত্যাশিতভাবেই যাবতীয় 'এক্সিট পোল' খারিজ করে দিল কংগ্রেস। খোদ রাহুল গান্ধি প্রকাশ্যে এসে দাবি করলেন, 'যে বুথফেরত সমীক্ষা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে সেটা কাল্পনিক। এটা মোদি-সমীক্ষা।' এখানেই শেষ নয়, কংগ্রেসের বিভিন্ন রাজ্যের নেতারাও নিজেদের মতো করে নিজেদের রাজ্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে সমীক্ষা খারিজ করছেন।এদিন কংগ্রেস সদর দপ্তরে রাহুল গান্ধিকে বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দেন, ওটা এক্সিট পোল নয়, মোদি, পোল। কংগ্রেস নেতার কথায়, 'এটার নাম 'মোদি পোল', এক্সিট পোল নয়। এটা 'মোদি মিডিয়া পোল'। কল্পনার পোল।' ইন্ডিয়া জোট কত আসন পাবে? প্রশ্নের জবাবে রাহুল গান্ধি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, 'সিধু মুসেওয়ালার একটা গান আছে ২৯৫। আমাদের খাতায় ২৯৫ আসন আসছে।'সার্বিকভাবে কংগ্রেসের তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি তথা বড় নেতারা নিজেদের রাজ্যের পরিস্থিতি এবং দলের অভ্যন্তরের সমীক্ষা তুলে ধরেছেন। কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার যেমন দাবি করেন, 'সেরাজ্যে কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবে।' রাজস্থানের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং ডোটাসরা দাবি করেন, মরুরাজ্যে কংগ্রেস অন্তত ১১-১২ আসনে জেতা নিশ্চিত। সার্বিকভাবে ২৫ আসনের মধ্যে বিজেপির থেকে বেশি আসন পাওয়ার দাবি করেছেন তিনি। তেমনি মহারাষ্ট্রের প্রদেশ সভাপতি নানা পাটোলে দাবি করেছেন, সেরাজ্যে ইন্ডিয়া জোট ৩৮-৪০ আসন জিতবে। এভাবেই কংগ্রেসের বিভিন্ন রাজ্যের নেতারা এক্সিট পোল প্রত্যাখ্যান করেছেন।আসলে এক্সিট পোল প্রকাশ্যে আসার পর দেশজুড়েই কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটের নেতারা খানিকটা মিইয়ে পড়েছেন। আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন। কংগ্রেসের সাফ দাবি, এই এক্সিট পোল সরকারের চাপে মানসিকভাবে বিরোধীদের ভেঙে দেওয়ার জন্য করা হয়েছে। সেই কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর এদিন মরিয়া চেষ্টা করে গেলেন কংগ্রেস নেতারা।

রাজঘাট, হনুমান মন্দির, পার্টি অফিস ঘুরে তিহার পৌঁছলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ জুন: ২১ দিন বাইরে থাকার পর রবিবার বিকেলে তিহার জেলে আত্মসমর্পণ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তবে জেলে যাওয়ার আগে তিনি রাজঘাট, হনুমান মন্দির এবং আপের সদর দপ্তর ঘুরে যান। আপের সদর দপ্তর থেকে কেজরি বলেন, '২১ দিনের মধ্যে আমি এক মিনিটও নষ্ট করিনি।'

লোকসভা ভোটের কারণে সুপ্রিম কোর্ট কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছিল। তবে কিছু শর্ত চাপিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য ছিল, জামিনে মুক্তি পাওয়া ২১ দিনে কেজরিওয়াল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ভবন কিংবা সচিবালয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর বিরুদ্ধে চলা মামলা নিয়ে কোথাও কোনও মন্তব্য করতেও নিষেধ করা হয়েছিল কেজরিকে। জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে দলের হয়ে টানা প্রচার করেছেন তিনি।

রবিবার দুপুর ৩টে নাগাদ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বের হন। সেখান থেকে সোজা চলে যান রাজঘাটে। মহাত্মা গান্ধির স্মৃতিসৌধে মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তার পর হনুমান মন্দির ঘুরে যান আপের সদর দপ্তরে। সেখানে তাঁকে দেখার জন্য ভিড় করেছিলেন আপের কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের উদ্দেশে কেজরি বলেন, 'আমি ২১ দিনের এক মিনিটও নষ্ট করিনি। আমি সমস্ত দলের হয়ে প্রচার করেছি। আমি দেশকে বাঁচানোর জন্য প্রচার সেরেছি। দেশ আগে, তার পর আমার দল।'

এখানেই থেমে থাকেননি কেজরি। তিনি আরও বলেন, 'প্রচার অভিযানের সময় সবচেয়ে ভাল জিনিস যেটা ঘটেছে, সেটা হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বীকার করেছেন, আমার বিরুদ্ধে তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ নেই। এটা একনায়কত্ব। যাকে ইচ্ছে জেলে ঢুকিয়ে এই বার্তাই দেওয়ার চেষ্টা চলছে, যখন কেজরিওয়ালকে জেলে রাখা যায় তো যে কাউকে জেলে ঢোকানো সম্ভব।'

রবিবার কেজরিওয়ালের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুনীতা, দিল্লির মন্ত্রী অতিশী মারলেনা, কৈলাশ গেহলত, সৌরভ ভরদ্বাজ। তা ছাড়া ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং, সন্দীপ পাঠক এবং দলীয় নেতা দুর্গেশ পাঠক-সহ অন্যন্যারা। দিল্লির 'আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে' গত ২১ মার্চ কেজরি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গত ১০ মে আপ প্রধানকে লোকসভা ভোটের প্রচারে সুযোগ দিতে ১ মে পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করে শীর্ষ আদালত। জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরি। তাঁর আবেদন ছিল, পিইটি-সিটি স্ক্যান-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক পরীক্ষার জন্য জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হোক।

এক্সিট পোল দেখে ক্ষুব্ধ প্রশান্ত কিশোর

নয়াদিল্লি, ২ জুন: লোকসভা নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হতেই, নানা সংস্থার তরফ থেকে সামনে এসেছে এক্সিট পোল। সমস্ত এক্সিট পোলেই বলা হয়েছে, তৃতীয়বারের জন্যও গেরুয়া ঝড় উঠতে চলেছে। সরকারে ফের আসতে চলেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। কিন্তু এই এক্সিট পোল দেখে ক্ষুব্ধ পিকে। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, সাধারণ মানুষ যেন 'ভুয়ো সাংবাদিক', 'গলা ফাটানো রাজনৈতিক নেতা' ও 'স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞ'দের কথা শুনতে নিজের সময় নষ্ট না করেন। একইসঙ্গে প্রশান্ত কিশোর এও লেখেন, 'এরপরে যখন রাজনীতি ও নির্বাচন নিয়ে কথা হবে, দয়া করে এই সমস্ত ভুয়ো সাংবাদিক, গলা ফাটানো রাজনৈতিক নেতা এবং সোশ্যাল মিডিয়ার স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞদের কথা শুনতে সময় ব্যয় করবেন না।'প্রসঙ্গত, সম্প্রতিই একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে এক সাংবাদিকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মেলে, এই দাবির প্রেক্ষিতেই সাংবাদিক পিকে-র ২০২২ সালের হিমাচল প্রদেশ ও তেলঙ্গানা বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রসঙ্গ টেনে আনেন। এতেই বেজায় চটে যান প্রশান্ত কিশোর। দাবি করেন, কখনওই তিনি দাবি করেননি যে কংগ্রেস হিমাচলে হারবে। ভিডিও প্রমাণ দেখাতে পারলে তিনি ভোটকুশলীর কাজ ছেড়ে দেবেন। ৪ জুন তার ভবিষ্যদ্বাণী মেলে কি না, তাও মিলিয়ে দেখার চ্যালেঞ্জ করেছেন প্রশান্ত কিশোর।লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রশান্ত কিশোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে বিজেপির নেতৃত্বে থাকা নডি ৪০০ পার করতে পারবে না। তবে তাদের ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভাল হবে। পিকে-র দাবি, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের মতোই বিজেপি ৩০০ আসনে বা তার সামান্য বেশি আসনে জয়লাভ করতে পারে। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ আসন বাড়ার সম্ভাবনা নেই।'

ফের ভোট ময়দানে ষষ্ঠবার হারলেন বাইচুং

গ্যাংটক, ২ জুন: খেলার মাঠে তিনি অনবদ্য। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। দীর্ঘদিনের অধিনায়ক। কিন্তু খেলার মাঠের নেতা থেকে দেশের নেতা হওয়ার লক্ষ্যে ফের ধাক্কা খেলেন বাইচুং ভুটিয়া। আরও একবার ভোট ময়দানে হারের মুখ দেখতে হল 'পাহাড়ি বিছে'কে।

সিকিম বিধানসভা নির্বাচনে ফর্ফং কেন্দ্র থেকে হারলেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের প্রার্থী হিসাবে লড়াই করে সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চার প্রার্থী রিকশল দরজি ভুটিয়ার কাছে ৪ হাজার ৩৪৬ ভোটে হারলেন বাইচুং। সিকিমের মতো ছোট রাজ্যের নিরিখে এই ব্যবধান বিরাট। ওই কেন্দ্রে মোটে ৪ হাজার ১২টি ভোট পেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর প্রাপ্ত ভোটের চেয়ে হারের ব্যবধান বেশি।

গত এক দশকে ভোটের ময়দানে এটা বাইচুংয়ের ষষ্ঠ হার। বস্তুত খেলা ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে নামার পর এখনও জয়ের মুখ দেখেননি তিনি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক একটা সময় যুক্ত ছিলেন তৃণমূলের সঙ্গে। তাতে বিশেষ সাফল্য পাননি। শেষে নিজের রাজ্য সিকিমে ফিরে গিয়ে হামরো সিকিম পার্টি নামের একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন। তাতেও সাফল্য আসেনি।

বাইচুং প্রথম ২০১৪ সালে তৃণমূলের টিকিটে দার্জিলিং থেকে লোকসভায় লড়েন। ২০১৬ সালে এরাজ্যের শাসকদলের হয়েই শিলিগুড়ি বিধানসভায় লড়েন তিনি। তাতেও হারতে হয়। ২০১৯ সালে হামরো সিকিম পার্টির হয়ে সিকিমের দুটি বিধানসভা থেকে লড়েন বাইচুং। দুটিতেই হারেন। সেবছরেই গ্যাংটকের উপনির্বাচন হয়। সেবারও হারেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এবার ফের হারতে হল বাইচুংকে।

ট্রাম্পের জেল হলেও ভোটে লড়তে পারবেন, ভারতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

ওয়াশিংটন, ২ জুন: ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জুলাই মাসের ১১ তারিখ চূড়ান্ত সাজা ঘোষণার পর জেলযাত্রাও রয়েছে। যদিও মার্কিন আইন অনুযায়ী দেশের সর্বোচ্চ পদে লড়তে পারবেন তিনি। তবে সাজার পরতিনি নির্বাচিত হলে ভোটের পরে কংগ্রেসের দুই কক্ষে তাঁকে ইমপিচ করার প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। এদিকে, ৭৭ বছরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর জন্য ভারত-সহ বেশ কয়েকটি দেশের দরজা দরজা বন্ধ থাকবে। অপরাধমূলক ঘটনায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিশ্বের কিছু দেশ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঢোকার অনুমতি দেয় না। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতও।

সাজা পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ৩৭টি দেশে প্রবেশাধিকারি পাবেন না ট্রাম্প। মার্কিন বান্ধব ইজরায়েল, কিংবা প্রতিবেশী কানাডা, জাপান, ব্রিটেন কিংবা প্রতিপক্ষ চিন, ভারত সব দেশেই ফৌজদারি সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঢুকতে দেয় না। তাই ফের প্রেসিডেন্ট পদে জিতে হোয়াইট হাউসে ফিরলেও, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হবে তাঁকে।

তথ্য গোপনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক কাগজে প্রতারণার দায়ে মার্কিন আদালত দোষী সাব্যস্ত করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। সেই মামলায় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৪টি অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে বলে ১২ সদস্যের জুরি বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে। পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলকে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর থেকেই ক্ষুব্ধ তাঁর সমর্থকরা আমেরিকার পতাকার উলটো ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও প্রতিক্রিয়া দিয়ে জানান, আদালতের নির্দেশ নিয়ে যে ভাবে প্রতিবাদ তথা জাতীয় পতাকার অপমান করা হচ্ছে, তা দেশের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক।

চাপ বাড়ছে নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ২ জুন: ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। আমেরিকার তরফে শনিবারই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদিও নিজের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ নেতানিয়াহু। তবে বহু ইজরায়েলির তরফে প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে। যুদ্ধবিরতির দিকে গেলে বিরোধী নেতা ইয়ার ল্যাপিড তাঁকে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মট্রিচ ও জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইতামার বেন জিভির আমেরিকার কথা শুনলে সরকার ভাঙার হুমকি দিয়েছেন। ফলে চাপ বাড়ছেই নেতানিয়াহুর ওপরে।

শনিবারই হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন ইজরায়েলকে। প্রাথমিক ভাবে ৬ মাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি হামাসকেও পণবন্দিদের প্রত্যর্পণ করার কথা বলেন। এর পর ধীরে ধীরে গাজা থেকে ইজরায়েলি সেনা সরিয়ে প্যালেস্তিনীয় বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। যদিও নেতানিয়াহু এখনও এ ব্যাপারে কোনও ইতিবাচক সাড়া দেননি। তাঁর বক্তব্য, হামাসকে ধ্বংসের পরই পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়া তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। গাজা যতক্ষণ ইজরায়েলের জন্য 'বিপজ্জনক' থাকছে, ততক্ষণ যুদ্ধবিরতিতে যেতে নারাজ তিনি। যদিও আমেরিকার দাবি, হামাস আর বড় আক্রমণ করতে অক্ষম। গত ৭ অক্টোবরের মতো হামলা করার ক্ষমতা আর নেই তাদের। কিন্তু নেতানিয়াহু নিজের অবস্থানে অনড়। ফলে পরিস্থিতি জটিলই হয়ে রয়েছে।

তবে মার্কিন প্রস্তাব মানলে সরকার ফেলার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বিরোধীরা. উলটো কথা বলেছে। এখন দেখার তিনি কতদিন অনড় থাকতে পারেন!

অসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি, ঘরছাড়া ৪১ হাজার মানুষ

জলমগ্ন বহু সড়ক, রেললাইন

গুয়াহাটি, ২ জুন: অসমে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে ক্রমেই। সরকারি আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৮ মে থেকে শনিবার পর্যন্ত বন্যায় রাজ্যে মারা গিয়েছেন ১৫ জন। বিপাকে পড়েছেন ৬ লক্ষ মানুষ।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার কাছার, হায়লাকান্দি এবং করিমগঞ্জ জেলায় এক জন করে বাসিন্দার মৃত্যু হয়েছে। ১১টি জেলায় ঘরছাড়া লক্ষাধিক মানুষ। কোপিলি, বরাক, কুশিয়ারা; তিনটি নদীই বইছে বিপদসীমার উপর দিয়ে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নগাঁও জেলা। সেখানে বন্যার কারণে বিপাকে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৪৫ জন। হোজাইতে বিপাকে পড়েছেন ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৮১৩ জন। কাছারে ঘর, ফসল, সম্পত্তি হারিয়েছেন ১ লক্ষ ১২ হাজার ২৬৫ জন। শনিবার পর্যন্ত ঘরছাড়া হয়েছেন ৪১ হাজার ৫৬৪ জন। তাঁরা ১৮৭টি ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

উদ্ধারে নেমেছে রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। অসম পুলিশ শনিবার এক্স-এ জানিয়েছে, ৯৬৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি, ৮৯টি প্রাণীকেও উদ্ধার করা হয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন অংশে ব্যাহত রেল এবং সড়ক যোগাযোগ। ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির কারণে রাস্তা এবং রেললাইনে জল জমেছে। ফলে উদ্ধারকাজও বাধা পাচ্ছে। শনিবার কাছারের সব স্কুল বন্ধ ছিল। সোমবার খুলবে কি না, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

মে মাসে হিট স্ট্রোকে দেশে মৃত্যু ৪৬ জনের!

নয়াদিল্লি, ২ জুন: উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক জায়গায় চলছে বৃষ্টিপাত। তবে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি অব্যাহত। তীব্র গরম এবং তাপপ্রবাহের জেরে বাড়ছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যাও। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত তিন মাসে হিট স্ট্রোকের কারণে মৃতের সংখ্যা ৫৬। তার মধ্যে ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে মে মাসেই।

জানা গিয়েছে, হিট স্ট্রোকে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মধ্যপ্রদেশে (১৪)। তার পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র (১১)। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশে ছ'জন এবং রাজস্থানে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি তথ্য বলছে, ১ মার্চ থেকে ২৪ হাজার ৮৪৯টি হিট স্ট্রোকের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে মে মাসেই ১৯ হাজারের বেশি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি হিট স্ট্রোকের (৬, ৫৮৪) ঘটনা ঘটেছে। রাজস্থানে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা ৪, ৩৫৭টি। এ ছাড়াও অন্ধ্রপ্রদেশে ৩,২৩৯, ছত্তিশগড়ে ২, ৪১৮, ঝাড়খণ্ডে ২,০৭৭ এবং ওডিশায় ১,৯৯৮টি হিট স্ট্রোকের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) জানিয়েছে, এপ্রিলে তাপপ্রবাহের দু'টি স্পেল লক্ষ করা গিয়েছে।

প্যালেস্তাইনের সমর্থনে বিক্ষোভ নিউ ইয়র্কে

ব্রুকলিন, ২ জুন: প্যালেস্টাইনের সমর্থনে রবিবার অগুণতি মানুষ বিক্ষোভ দেখালেন নিউ ইয়র্কের ওই প্রখ্যাত জাদুঘর পর্যন্ত মিছিল করে। কখনও জাদুঘরের সামনে ও ভিতরে তাঁবু খাটিয়ে বসেও ছিলেন আবার কখনও ভিতরে জোর করে ঢুকেও গেলেন। পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ৫০০ থেকে ৭০০ বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিলেন জাদুঘরের সামনে। সকলেই 'উইদিন আওয়ার লাইফটাইম' নামে এক ইজরায়েল বিরোধী দলের সদস্য। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত সকলেরই হাতে ছিল নানা রকমের পোস্টার। কোনও পোস্টারে লেখা, 'প্যালেস্টাইনকে মুক্ত কর। গণহত্যাকে শেষ কর।' কারও কারও হাতে ছিল প্যালেস্টাইনের পতাকাও।

প্রতিবাদ মিছিল জাদুঘরে পৌঁছনোর পর থেকেই ক্রমশ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ পুলিশকে লক্ষ্য করে জলের বোতল ছোড়েন। কেউ ব্যারিকেড ভেঙে, দেওয়াল টপকে, নিরাপত্তারক্ষীদের সরিয়ে দিয়ে জাদুঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন। তখনই কিছু বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরই মধ্যে অনেকেই জাদুঘরের ভিতরে তাঁবু খাটিয়ে বসে পড়েন।

বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছেনে পুলিশ। এদিন জাদুঘরের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়, এই পরিস্থিতিতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাদের।

রেকর্ডে রেকর্ডে শুরু বিশ্বকাপ, যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিততে হলে যুক্তরাষ্ট্রের রেকর্ড গড়তে হতো। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড ছিল ১৬৯। আর নতুন রেকর্ড গড়ার জন্য মোনাঙ্ক প্যাটেলের দল বেছে নিল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচকেই। সেটা নিজেদের আর টুর্নামেন্টেরও।

ডালাসে কানাডার করা ৫ উইকেটে ১৯৪ রান যুক্তরাষ্ট্র টপকে গেছে ১৪ বল আর ৭ উইকেট হাতে রেখে, যা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহযোগী দেশগুলো মধ্যে রান তাড়ার রেকর্ডও।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রেকর্ড গড়ার দিনের মূল নায়ক অ্যারন জোন্স। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২২ বলে ফিফটি করেন জোন্স, যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড। তাঁর এই ইনিংসেই মূলত পুরো ম্যাচের চেহারা পাল্টে দেয়। ১০ ছক্কায় ৪০ বলে অপরাজিত ৯৪ রানের ইনিংস খেলেন জোন্স। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন তিন নম্বরে খেলা আন্দ্রিস গুস।

ইনিংসের প্রথম ২৫ বলে ২৫ রান করা গুস ফিফটি করেন ৩৯ বলে। এই দুজনে গড়েন ৫৮ বলে ১৩১ রানের অবিশ্বাস্য জুটি। ওভারপ্রতি এই জুটি তুলেছে ১৪.২৯ রান করে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শতরানের জুটিতে এর চেয়ে দ্রুতগতিতে রান তুলতে পারেনি আর কোনো জুটি। ৪৬ বলে ৬৫ রান করে আউট হন গুস। অথচ বল হাতে কী দুর্দান্ত শুরুটাই না করেছিল কানাডা। প্রথম ৭ ওভারে যুক্তরাষ্ট্রকে মাত্র ৪৫ করতে দেয় তারা, তুলে নেয় ২ উইকেট। অর্থাৎ শেষ ১৩ ওভারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল ১৫০ রান। অষ্টম ওভারে কানাডা অধিনায়ক সাদ বিন জাফর ৩ রান দিলে সমীকরণ দাঁড়ায় ১২ ওভারে ১৪৭ রানের। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় এই অসম্ভব সমীকরণ মিলিয়ে ফেলে ১৪ বল বাকি থাকতেই। তাতে কানাডার বোলারদের অতিরিক্ত রান দেওয়া ও ফিল্ডারদের ব্যর্থতারও 'অবদান' ছিল।

বোলিংয়ের মতো ব্যাট হাতেও দারুণ শুরু পেয়েছিল কানাডা। ডালাসে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে দুই ওপেনার অ্যারন জনসন ও নবনীত ঢালিওয়াল মিলে গড়েন ৩২ বলে ৪৩ রানের জুটি। জনসন ১৬ বলে ২৩ রানে আউট হলেও টুর্নামেন্টের প্রথম ফিফটি করেন ঢালিওয়াল। ৩৬ বলে ফিফটি করা ঢালিওয়াল চার নম্বরে উইকেটে আসা নিকোলাস কার্টনের সঙ্গে ৩৭ বলে ৬২ রানের জুটি গড়েন।

৪৪ বলে ৬১ রান করে ঢালিওয়াল যুক্তরাষ্ট্রের অলরাউন্ডার কোরি অ্যান্ডারসনের বলে আউট হন। তবে ২৮ বলে ফিফটি করে রান ঠিকই বাড়াতে থাকেন কার্টন। শেষ দিকে শ্রেয়াস মোভার ১৬ বলে ৩২ রানের ইনিংসে ১৯৪ রানের সংগ্রহ পায় কানাডা। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে স্পিনার হারমিত সিং ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন।

প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা কানাডা প্রথম ম্যাচেই ভেঙে দিয়েছিল নেদারল্যান্ডসের রেকর্ড। তাদের তোলা ১৯৪ রান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ২০১৪ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের ৪ উইকেটে ১৯৩ রান। তবে শেষ পর্যন্ত কানাডার রেকর্ডও ভেঙে দিয়ে ম্যাচ জিতে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ভক্তের জন্য নিউইয়র্ক পুলিশকে রোহিতের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঋষভ পন্ত ও হার্দিক পান্ডিয়ার দুর্দান্ত ব্যাটিং, শরীফুল ইসলামের ভালো বোলিং এবং তাঁর চোটে পড়া, বাংলাদেশের শম্ভুক গতির ব্যাটিং;বাংলাদেশ, ভারত প্রস্তুতি ম্যাচে অনেক কিছুই দেখার ছিল। ক্রিকেটীয় বিষয়ের বাইরের কিছু ঘটনাও ঘটেছে ম্যাচটি চলাকালে। বিরাট কোহলি না খেললেও তাঁকে নিয়ে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস এর একটি।

তবে একটি ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা তাঁর এক ভক্তের প্রতি নিউইয়র্ক পুলিশকে দয়া দেখাতে বলেছেন। ওই ভক্তকে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুরোধও জানিয়েছেন।

নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে কাল ম্যাচ চলাকালে রোহিতের এক ভক্ত হঠাৎই মাঠে ঢুকে পড়েন। নিরাপত্তার বেড়াজাল এড়িয়ে ওই ভক্ত মাঠে ঢুকে ঠিকই রোহিতের কাছে পৌঁছে যান। প্রিয় তারকাকে জড়িয়েও ধরেন ক্ষণিকের জন্য। এরপর নিউইয়র্কের পুলিশ সদস্যরা এসে রোহিতের ওই ভক্তকে টেনেহিঁচড়ে মাঠের বাইরে নিয়ে যান।

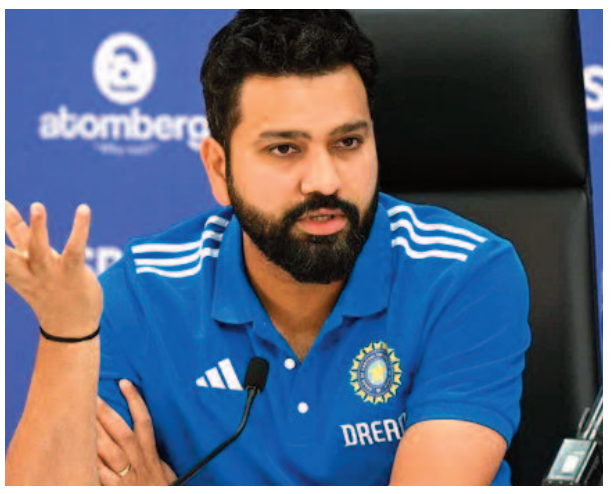

ওই ব্যক্তিকে নিউইয়র্ক পুলিশ টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় রোহিত তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। হাতকড়া পরিয়ে ওই ব্যক্তিকে পুলিশ যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের প্রতি অতটা কঠোর না হয়ে একটু দয়া দেখাতে বলেন রোহিত। একই সঙ্গে রোহিত নাকি ওই ব্যক্তির প্রতি পুলিশকে ক্ষমাশীল হওয়ার অনুরোধও করেন।

রোহিতের টানে মাঠে তাঁর ভক্তদের ঢুকে পড়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগে দুবার এমনটা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে হায়দরাবাদে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে এক ভক্ত মাঠে ঢুকে রোহিতের কাছে পৌঁছে তাঁর পা স্পর্শ করেছিলেন। এবারের আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের প্রথম ম্যাচেও এক ভক্ত মাঠে ঢুকে রোহিতের কাছে গিয়েছিলেন।

'ভারতীয় দলের কোচ হতে পারলে ভাল লাগবে', জল্পনা উস্কে দিয়ে মন্তব্য গম্ভীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশ কিছু দিন ধরেই ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে গৌতম গম্ভীরের নাম শোনা যাচ্ছে। এ বার তিনি নিজেই এই বিষয়ে মুখ খুললেন। জানিয়ে দিলেন, ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার থেকে বড় সম্মানের কিছু নেই। দুবাইয়ের এক অনুষ্ঠানে গম্ভীর বলেন, তভারতীয় দলের কোচ হতে পারলে ভাল লাগবে। দেশের কোচ হওয়ার থেকে বড় গর্বের কিছু হয় না। ১৪০ কোটি ভারতীয়ের প্রতিনিধি হওয়া যায় কোচ হলে।দ যদিও গম্ভীর কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন কি না, তা জানা যায়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছিল যে, ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করার শেষ দিন ২৭ মে।

২৬ মে আইপিএলের ফাইনালে ট্রফি জেতে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই দলের মেন্টর ছিলেন গম্ভীর। ১০ বছর আগে তাঁর নেতৃত্বেই শেষ বার আইপিএল জিতেছিল কলকাতা। এই বছর মেন্টর হিসাবে গম্ভীর আসতেই আবার ট্রফি জয়। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত থাকলেও কেকেআরের আইপিএল জয়ের নেপথ্যে বড় কৃতিত্ব দেওয়া হচ্ছে মেন্টর গম্ভীরকে। এর মাঝেই তাঁকে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে দেখতে পাওয়ার জল্পনা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার মুম্বইয়ের এক অনুষ্ঠানে গম্ভীরের উপর আস্থা দেখিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, তগাম্ভীর কী আবেদন করেছে? আমি জানি না। আগে তো আবেদন করতে হবে। আমার মনে হয় ২৭ মে শেষ দিন ছিল আবেদন করার। তবে বোর্ড চাইলে সেই দিন বৃদ্ধি করতেই পারে। যদি গম্ভীর আবেদন করে থাকে আর ও যদি কোচ হতে চায়, তা হলে ও ভাল কোচ হতে পারে।দ

সৌরভ আরও বলেছিলেন, তগাম্ভীর আবেদন করলে জানাই যাবে। কেকেআরের হয়ে এই বছর কাজ করেছে ও। আমি দিল্লি ক্যাপিটালসে ছিলাম। গম্ভীরের মধ্যে একটা খিদে, আবেগ ছিল। ওরা জয়ের জন্য ঝাঁপাচ্ছিল। গম্ভীর আবেদন করলে আমি খুশিই হব। বোর্ড যদি ওকে দায়িত্ব দেয়, আমি তা হলে বলব এই দায়িত্ব পালনের জন্য ও যোগ্য। আবেদনের দিন শেষ হয়ে গেলেও বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছিলেন, তভারতের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করার দিন শেষ। তবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আরও কিছু দিন সময় নিতে চাইবে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও একটু ভাবতে চাইবে। দল এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ব্যস্ত। তার পর শ্রীলঙ্কা এবং জম্বিবোয়ে সিরিজে সিনিয়রদের বিশ্রাম দেওয়া হবে। সেখানে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচেরা যাবেন দলের সঙ্গে। তাই কোনও তাড়া নেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত কোচ থাকবেন রাহুল দ্রাবিড়। তার পরেই তাঁর দায়িত্ব শেষ। নতুন কোচ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে বোর্ড। ভারতীয় দলের কোচ হতে গেলে কোন কোন দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সেই ব্যক্তির কী কী অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড। সূত্রের খবর, কোনও বিদেশিকে কোচ হিসাবে চাইছে না তারা। কলকাতাকে চ্যাম্পিয়ন করার পর থেকেই জোরালো হচ্ছে গম্ভীরের নাম। কারণ জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ দেশের কোচ হতে রাজি হননি বলেই শোনা যাচ্ছে।

মেসি নয়, মায়ামিকে বাঁচাল ভিএআর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে আরেকটি হারের প্রান্তে চলে গিয়েছিল ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের তখন ৮৫ মিনিট, ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলের চেজ স্টেডিয়ামে সেন্ট লুইসের বিপক্ষে মায়ামি তখন ৩-২ গোলে পিছিয়ে। এমন অবস্থায় মায়ামি কার দিকে তাকিয়ে থাকে, সেটা সবারই জানা। কিন্তু যাঁর দিকে সবাই তাকিয়ে ছিল, সেই লিওনেল মেসিও কিছু করতে পারছিলেন না।

ঘরের মাঠে অবশ্য শেষ পর্যন্ত হার থেকে বেঁচেছে মায়ামি। কিন্তু মেসি নয়, মায়ামিকে আজ হার থেকে বাঁচিয়েছে ভিএআর! ৮৫ মিনিটে ইউলিয়ান গ্রেসেলের লম্বা পাস থেকে সেন্ট লুইসের জালে বল পাঠান বার্সেলোনার সাবেক খেলোয়াড় জর্দি আলবা। সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে মেতে ওঠে চেজ স্টেডিয়ামের গ্যালারি।

মুহূর্তেই আবার সেই উচ্ছ্বাস যায় থেমে। কারণ, সহকারী রেফারি যে পতাকা তুলে অফসাইডের সংকেত দেন। কিন্তু মূল রেফারি ভিএআরের সাহায্য নেন। মাঠের পাশে থাকা

মনিটরে তিনি পুরো মুহূর্তটা দেখেন। মনিটরে দেখা যায়, আলবা অফসাইড নন। গোলের বাঁশি বাজান রেফারি। আবার উচ্ছ্বাসে ভাসে মায়ামির গ্যালারি। ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে মায়ামি। এর আগে ম্যাচের ১৫ মিনিটে পিছিয়ে পড়া মায়ামিকে ১০ মিনিট পর সমতায় ফেরান মেসি। ৪১ মিনিটে আবার পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে তাদের সমতায় ফেরান বার্সেলোনায় মেসির সাবেক সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ। ৬৮ মিনিটে তাঁরই আত্মঘাতী গোলে ৩-২-এ পিছিয়ে পড়েন মেসিরা। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা মায়ামি গত বুধবার নিজেদের মাঠে আতালান্তার কাছে ৩-১ গোলে হেরেছিল।

নিউ ইয়র্কের মাঠে খেলে খুশি নয় ভারতীয় দল, কোচ দ্রাবিড় মানছেন, 'কাজ কঠিন'

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে শনিবার প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশকে হারিয়েছে ভারত। কিন্তু পিচ এবং আউটফিল্ড দেখে খুশি নয় দল। ম্যাচের পর কোচ রাহুল দ্রাবিড় জানিয়েছেন, তাঁদের কাজ কঠিন হতে চলেছে। এই মাঠেই বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচ খেলবে ভারত।

বোর্ডের একটি ভিডিয়োয় দ্রাবিড় বলেছেন, তমাঠটা এখনও বেশ নরম। তাই খেলোয়াড়দের হ্যামস্ট্রিং এবং কাফ মাস্‌লে চাপ পড়তে পারে। আমাদের এটা নিয়ে আলাদা করে কাজ করতে হবে। খেলোয়াড়েরা যাতে নিজেদের খেয়াল রাখে, সেটা দেখা আমাদের দায়িত্ব। পিচ দেখেও বেশ স্যাঁতসেঁতে মনে হয়েছে।দ

একই কথা বলেছেন দলের অন্য দুই ক্রিকেটার। শিবম দুবের কথায়, খেলোয়াড়দের পক্ষে এই মাঠে খেলা

সহজ হবে না। পেসার আরশদীপ সিংহ বলেছেন, তযে হেতু বালির উপরে এই মাঠ তৈরি করা হয়েছে, তাই সব সময় শরীরের ছন্দ বজায় রাখা জরুরি।দ তবে দ্রাবিড়ের মতে, কম সময়ে যে ভাবে বিভিন্ন পরিষেবা তাঁদের সামনে হাজির করা হয়েছে তা প্রশংসা করার মতোই।

আউটফিল্ডের নীচে বালি থাকার কারণে অতীতেও বার বার ক্রিকেটারদের হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ২০২০-র আইপিএলে এটি বেশি করে বোঝা গিয়েছিল। সে বার করোনার কারণে পুরো আইপিএল হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। সেখানকার সব মাঠের আউটফিল্ডের নীচেই রয়েছে বালি। রোহিত শর্মা-সহ অন্তত পাঁচ ক্রিকেটারের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট লেগেছিল।

চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ইউরোপে রিয়াল মাদ্রিদই শেষ কথা বলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোথা থেকে শুরু করা যায়? কাকে নিয়ে বলা যায়? বলার আছে অনেক কিছু, কিন্তু সব কিছু কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যায়! দমকা বাতাস কিংবা বৃষ্টি শেষে সোনা রাঙা রোদকে কি আর ভাষায় প্রকাশ করা যায়? যায় না। একইভাবে রিয়াল মাদ্রিদের ১৫তম চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জয়ের মাহাত্ম্যকেও ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না, কেবল বুঝে নিতে হয়। ভাষায় প্রকাশযোগ্য প্রায় সব বিশেষণই যে অনেক আগেই বলা হয়ে গেছে।

যেমন বলা হয়ে গেছে, চ্যাম্পিয়নস লিগে রিয়ালের প্রতিষ্ঠা করা রূপকথার রাজ্যের গল্পও। কিন্তু তবুও বলতে হবে, প্রায় মৃত অবস্থা থেকে একটি দলের জেগে ওঠার কথা। একজন ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের আরও একবার বড় মঞ্চে নায়ক হয়ে ওঠার গল্প। ৫ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগে দানি কারাভাহালের গোল করার মুহূর্তটিকেইবা এড়াবেন কীভাবে!

কিংবা ছয়টি ইউরোপ সেরার শিরোপা জেতা চার রিয়াল তারকাকেই ভুলবেন কীভাবে! নিজের বিদায়টাকে সোনায় মুড়িয়ে নেওয়া টনি ক্রুসের গল্পটাও তো ইতিহাস হয়ে গেল! আর সব শেষে বলতে হবে একজন ডন কার্লো আনচেলত্তির অমরত্ব লাভের কথাও। ওয়েম্বলিতে আজ রাতে তৈরি হওয়া এই রূপকথার গল্পের মূল কথা ইউরোপিয়ান ফুটবলে রিয়াল মাদ্রিদই শেষ কথা। আর তাদের এই রাজত্বও চিরন্তন।

লন্ডনে ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ২-০ গোলে জেতা ম্যাচের শুরুটা রিয়ালের জন্য ছিল ভুলে যাওয়ার মতো। প্রথমার্ধে নিজেদের খুঁজেই পায়নি তারা। তবে যারা রিয়াল মাদ্রিদকে হৃদয় দিয়ে চেনেন, তারা নিশ্চয় এত বিচলিত হননি। এগুলো যে আনচেলত্তির তৈরি করা চিত্রনাট্যের অংশ নয়, সেটাইবা কে বলতে পারে। সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়ানোর পর গুরু আরিগো সাচ্চিকে আনচেলত্তি বলেছিলেন, 'আরিগো, সেটা ছিল একধরনের কৌশল। আমরা মরে যাওয়ার ভান করেছিলাম এবং আকস্মিকভাবে শেষ মুহূর্তে ম্যাচে ফিরে আসি এবং জিতে যাই।'

আজ প্রথমার্ধে ডর্টমুন্ডের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছিল, রিয়াল সমর্থকদের নিশ্চয় বারবার মনে পড়ছিল এই কথাগুলো। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে হলোও তাই। বিরতির পর থেকেই ধীরে ধীরে নিজেদের মেলে ধরতে শুরু করে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটি। ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিতটা বিদায়ী ম্যাচে ক্রুসই প্রথম দিয়েছিলেন। বিরতির পরপর তাঁর ফ্রি-কিক ঠেকান ডর্টমুন্ড গোলরক্ষক। আর এরপরই দেখা মিলতে শুরু করে আসল রিয়াল মাদ্রিদের। ক্রুসের কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক হেডে গোল করে রিয়ালকে লিড এনে দেন ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলা দানি কারভাহাল।

এই গোলের পর রিয়ালের আত্মবিশ্বাস শিখর স্পর্শ করে। আর

এরপরই আবির্ভাব বড় মঞ্চের নায়ক ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের। প্রথমার্ধে ডর্টমুন্ডের তৈরি করা 'ক্রিসমাস ট্রি' ফরমেশনের কারণে কিছুটা নিরব হয়ে থাকা ভিনি অবশ্য আগল ভেঙেছিলেন আরও আগে। উইং ধরে ম্যাটস হামেলস এবং ইউলিয়ান রেয়ারসনের তৈরি করা ব্লক বারবার ভেঙেছেন। যদিও শেষ শটটি নেওয়া হচ্ছিল না তাঁর। অবশেষে ডর্টমুন্ড নিজেরা ভুল করেই সুযোগ করে দেয় ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারকে। দারুণ ফিনিশিংয়ে ডর্টমুন্ডে দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বপ্ন ও মার্কো রয়েসের বিদায়কে বিষাদে রাঙিয়ে দেন ভিনি।

রিয়ালের হয়ে অনবদ্য এ পারফরম্যান্সের জবাবটা শেষ মুহূর্তে বদলি হিসেবে নামার সময়ই পেয়ে যান ভিনি। রিয়াল সমর্থকরা অভিবাদন জানান তাঁকে। এমনকি ম্যাচ শেষে সমর্থকদের মাঝে গিয়ে তাঁদের উদ্‌যাপনেও যোগ দেন ভিনি। তাঁর জন্য এমন মুহূর্ত অবশ্য এবারই প্রথম নয়। এর আগে ২০২২ সালে রিয়াল ১৪তম চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জয়ে লিভারপুলের বিপক্ষে জয়সূচক একমাত্র গোলটি এসেছিল ভিনির কাছ থেকেই। এবারও রিয়ালের হয়ে টানা দ্বিতীয় ফাইনালে গোল করলেন তারুণ্যে ভরপুর এ উইঙ্গার।

ম্যাচটি বিশেষ ছিল রিয়ালের চার তারকা টনি ক্রুস, লুকা মদরিচ, দানি কারভাহাল এবং নাচোর জন্যও। ইউরোপিয়ান সেরার ট্রফিটি সবচেয়ে বেশিবার জেতায় রিয়াল কিংবদন্তি পাকো হেন্তোকে ছুঁয়েছেন তাঁরা। এর আগে ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৫-৬৬ মৌসুমের মধ্যে ৬ বার ইউরোপ সেরা হয়েছিলেন হেন্তো। আজ শিরোপা জিতে সেই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন এ চারজন।

এই ফাইনালটা বিশেষ ছিল ক্রুসের জন্যও। এই ম্যাচ দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ এবং ক্লাব ফুটবলকে বিদায় জানালেন এ জার্মান স্নাইপার। বিদায় বেলাতেও নিজের গুরুত্বটা ঠিকই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। প্রথমার্ধে রিয়ালে সংগ্রাম করার মূল কারণ ছিল ক্রুসের ছন্দে না থাকা। আর দ্বিতীয়ার্ধে ক্রুস স্বরূপে ফিরতেই অ্যাটাকিং থার্ডে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করে রিয়াল। সামনের দিনগুলোতেও নিশ্চিতভাবেই ক্রুসের অভাবটা আরও বেশি বোধ করবে রিয়াল। ক্রুসের বিপরীতের মার্কো রয়েসের হতাশার কথাও বলে রাখা উচিত। ডর্টমুন্ডের হয়ে নিজের শেষ ম্যাচটা আজ খেলে ফেললেন রয়েস। কিন্তু শেষটাও হলো শিরোপাহীন ও হতাশার। ফুটবলের ওপর ঋণের বোঝাটা আরেকটু ভারি করেই হলুদ-কালো শিবিরকে বিদায় জানালেন রয়েস।

এই ম্যাচ দিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বাদ পেলেন জুড বেলিংহাম। রিয়ালের বেলিংহামের প্রথম মৌসুমটা শেষ হলো দুর্দান্তভাবে। ফাইনালে অবশ্য নিজের সেরাটা উপহার দিতে পারেননি বেলিংহাম। তাতে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি হয়নি। চেনা পরিবেশে উৎসবে মেতেই মাঠ ছেড়েছেন এ মিডফিল্ডার। ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত বেলিংহাম বলেছেন, 'আমি এই ম্যাচটি সব সময় স্বপ্নে দেখেছি। আমার ভাই এখানে উপস্থিত আছে এবং আমি সব সময় তার আদর্শ হওয়ার চেষ্টা করি। আমি অনুভূতি ভাষায় বোঝাতে পারব না। এটা আমার জীবনের সেরা রাত।'

ম্যাচটা কি থিবো কোর্তোয়ার জন্যও নিজেকে প্রমাণের ছিল না! পুরো মৌসুমটা যাঁর কেটেছে চোটে। জায়গা হয়নি বেলজিয়ামের ইউরোর স্কোয়াডেও। তাঁর পরিবর্তে মৌসুমজুড়ে গোলকিপিং করা আন্দ্রেই লুনিনের আজ খেলার কথাও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু পরীক্ষিত অস্ত্রের ওপরই শেষ পর্যন্ত আস্থা রাখেন আনচেলত্তি। আর প্রথমার্ধে ডর্টমুন্ড যখন আক্রমণের রায়ট চালাচ্ছিল, তখন পোস্ট আগলে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এই কোর্তোয়াই।

সব শেষে বলতে হয় আনচেলত্তির কথা! শিরোপা জয়ের পর রিয়াল খেলোয়াড়েরা যখন তাঁকে শূণ্যে ছুড়ে আবার লুফে নিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এই বুঝি আকাশে ভেসে যাবেন! বাস্তবে মহাকর্ষ বলকে হারাতে না পারলেও, ডাগআউটে দাঁড়িয়ে পেছনে ফেলেছেন সব অতীত রেকর্ডকে। যা স্বাভাবিকভাবেই তিনি করেছেন অবয়ব ও অভিব্যক্তিতে বিশেষ কোন পরিবর্তন ছাড়াই। ওয়েম্বলিতে আজ রাতে সেই চিরচেনা দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি হলো আরেকবার! মুখে চুইংগাম রেখে চোয়াল নাচাতে নাচাতে রিয়ালকে 'ডন কার্লো' এনে দিলেন ১৫ তম চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। আর সেই সঙ্গে নিজেকে নিয়ে গেলেন বাকিদের ধরাছোঁয়া থেকে অনেক দূরেও।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**